Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

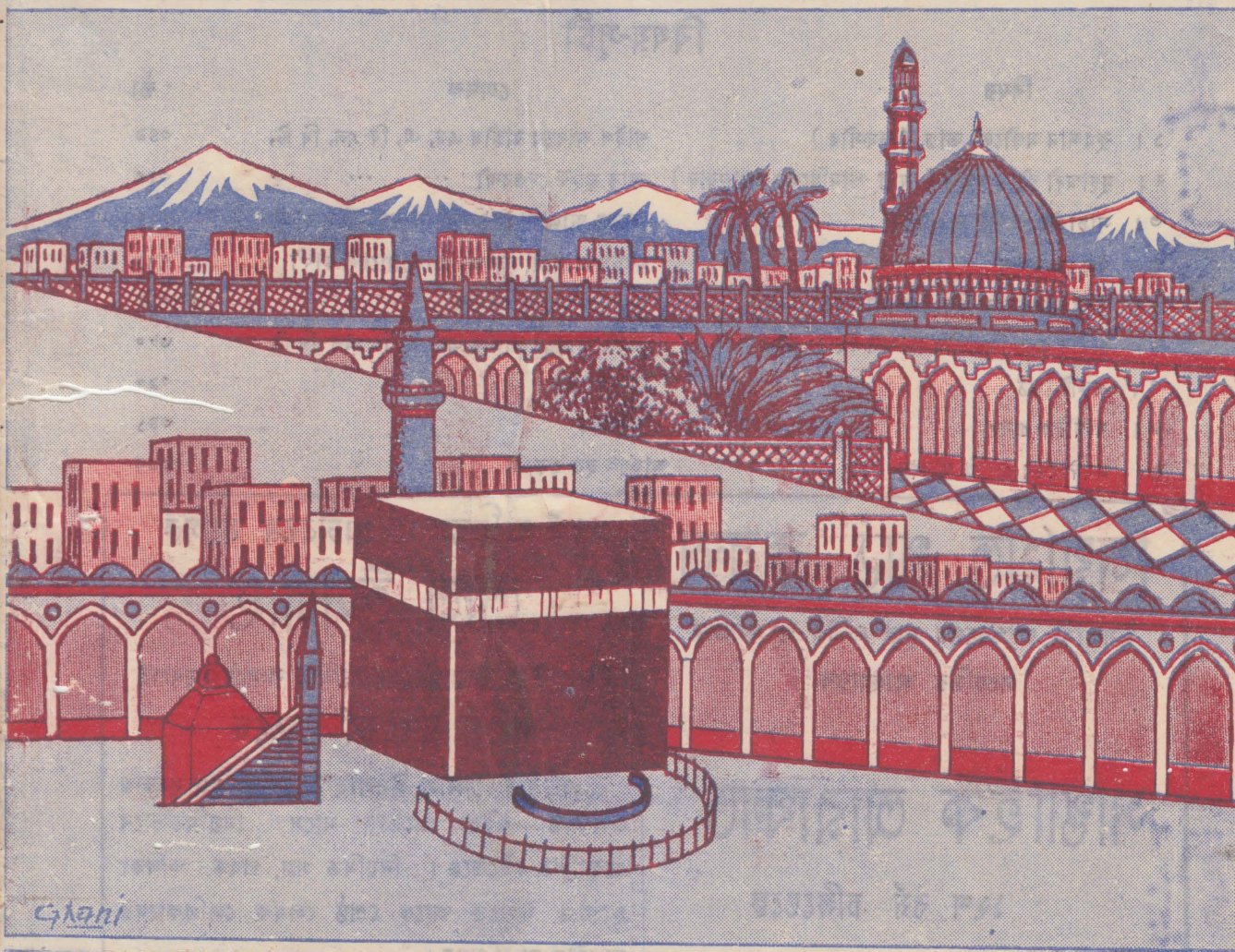

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৬ বাং　　জুন—১৯৬৯ ইং

রবিউস্‌সানী—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	৩৪৯
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী	৩৫৫
৩।	সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী !	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী	৩৬৫
৪।	ইব্‌নে রুশ্‌দ	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৩৭১
৫।	বিশ্ব মানবতার দিক্‌ দিশারী মহানবী (দঃ)	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৭৫
৬।	হাদীস এবং বিশ্বাসীর জীবনে ইহার স্থান	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল বি টি	৩৮০
৭।	একটি চিঠি	মহয্‌যা হক	৩৯০
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩৯১
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৩৯৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০　ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; রবিউস্‌সানী, ১৩৮৮ হিঃ জুন, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	৮ম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ—সূরাহ আল্‌কালাম

এই সূরাহের প্রথমে 'আল্‌-কালাম' শব্দ আছে বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

١ - نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝

১। নূ…ন্। কসম কলমের ও তাহাদের লিপিবদ্ধ করণের,

১। নূ…ন—আরবী বর্ণমালার একটি অক্ষর। এখানে এই সূরাহের প্রথমে যেমন একটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর রহিয়াছে সেইরূপ আরও ২৮টি সূরাহের কোন কোনটির প্রথমে মাত্র একটি অক্ষর রহিয়াছে। আবার কোন কোনটির প্রথমে দুইটি অক্ষর, কোন কোনটির প্রথমে তিনটি, কোন কোনটির প্রথমে চারিটি এবং কোন কোনটির প্রথমে পাঁচটি অক্ষর রহিয়াছে। এই সব অক্ষরগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পঠিত হয়। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১) একটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে তিনটি :

ص، ق ও ن —তিনটি সূরাহের প্রথমে যথা,

(ক) ص : ২৩ পারায় ঐ নামীয় সূরাহের প্রথমে ;

(খ) ق : ২৬ পারায় ঐ নামীয় সূরাহের প্রথমে ও

(গ) ن : ২৯ পারায় সূরাহ القلم এর প্রথমে।

(২) দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে চারি রূপে : طه، طس، يس ও حم মোট নয়টি সূরাহের প্রথমে। যথা,

(ক) طه : ১৬ পারায় ঐ নামীয় সূরাহের প্রথমে.

(খ) طس : ১৯ পারায় ঐ নামীয় সূরাহের প্রথমে,

(গ) يس : ২২ পারায় ঐ নামীয় সূরাহের প্রথমে ও

(ঘ) حم রহিয়াছে ৬টি সূরাহের প্রথমে

(এক ও দুই) ২৪ পারায় সূরাহ المؤمن ও السجدة حم এর প্রথমে,

(তিন, চারি ও পাঁচ) ২৫ পারায় الزخرف، الجاثية ও الدخان সূরাহগুলির প্রথমে ও

(ছয়) ২৬ পারায় সূরাহ الاحقاف এর প্রথমে।

(৩) তিনটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে তিন রূপে : الم، الر ও طسم—১৩টি সূরাহের প্রথমে। যথা,

(ক) الم রহিয়াছে ছয়টি সূরাহের প্রথমে—

(এক) প্রথম পারায় সূরাহ البقرة এর প্রথমে,

(দুই) তৃতীয় পারায় সূরাহ آل عمرن এর প্রথমে,

(তিন) ২০ পারায় العنكبوت এর প্রথমে ও

(চারি, পাঁচ ও ছয়) ২১ পারায় الروم، السجدة ও لقمن সূরাহ তিনটির প্রথমে।

(খ) الر রহিয়াছে পাঁচটি সূরাহের প্রথমে

(এক ও দুই) ১১ পারায় يونس ও هود সূরাহ দুইটির প্রথমে

(তিন) ১২ পারায় সূরাহ يوسف এর প্রথমে ও

(চারি ও পাঁচ) ১৩ পারায় ابرهيم ও الحجر সূরাহ দুইটির প্রথমে।

(গ) طسم রহিয়াছে দুইটি সূরাহের প্রথমে,

(এক) ১৯ পারায় সূরাহ الشعراء এর প্রথমে ও

(দুই) ২০ পারায় সূরাহ القصص এর প্রথমে।

(৪) চার অক্ষরী রহিয়াছে দুই রূপে

المص ও المر—দুইটি সূরাহের প্রথমে। যথা,

(এক) المص অষ্টম পারায় সূরাহ الاعراف এর প্রথমে ও

(দুই) المر ১৩ পারায় সূরাহ الرعد এর প্রথমে।

(৫) পাঁচ অক্ষরী রহিয়াছে দুই রূপে

كهيعص ও حم عسق দুইটি সূরাহের প্রথমে। যথা,

(এক) كهيعص ১৬ পারায় সূরাহ مريم এর প্রথমে ও

www.ahlehadeethbd.org

২। হে রাসূল, তোমার প্রতি তোমার রাব্বের ক্রমবর্ধমান নিয়ামত আগমনের কারণে তুমি তো পাগল নও।

২ - مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ •

(দুই) حم ـ عسق ২৫ পারার সূরাহ الشورى এর প্রথমে।

ফল কথা মোট ১৪ প্রকার এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন অক্ষর রহিয়াছে মোট ২৯টি সূরাহের প্রথমে। এইগুলিকে তাফসীরের পরিভাষায় আল্‌ হুরূফুল মুকাত্তা'আতে (الحروف المقطعات) বলা হয়। এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহ ও তাঁহার রসূল জানেন। এই সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই।

এই ২৯টি সূরার প্রথমে ১৪ রূপে যে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অক্ষরগুলির সংখ্যা ৪টি। উহা এই,

الف, حاء, راء, سين, صاد, طاء, عين, قاف, كاف, لام, ميم, نون, هاء, ياء.

এই অক্ষরগুলির পঠন ও লিখন পদ্ধতি—الف বাদে বাকী অক্ষরগুলির নামের শেষ অক্ষরের পূর্বে স্বরবর্ণ থাকায় এবং অক্ষর হওয়ার কারণে ঐগুলির উচ্চারণে মাদ্দ হইবে এবং ঐগুলি দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তারপর যে অক্ষরগুলির নামের শেষে ء আছে সেই অক্ষরগুলি লিখিবার সময় উহার উপরে খাড়া আলিফ দিতে হইবে এবং অপরগুলির উপরে মাদ্দ দিতে হইবে। 'আলিফ'এর উপরে কোনই চিহ্ন দিতে হইবে না। যথা, الـمّـص, الـمّـر, يس, طـه ইত্যাদি।

وَالْقَلَمِ : কসম কলমের। এখানে কলমের সর্বপ্রকার ব্যাপক অর্থ হয়; অর্থাৎ কলম মাত্রেরই কসম করা হইয়াছে। এই কলম বলিতে মানুষ ও মালায়িকা যে কলম দিয়া লিখিয়া থাকে সেই সমুদয় কলমকে বুঝানো হইয়াছে। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলির চতুর্থ আয়াতে 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিলেন' উক্তির মধ্যে যে কলমের উল্লেখ আছে সেই কলমের দিকে এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে বর্ণিত কলম সম্পর্কে দ্বিতীয় মত এই যে, ইহা দ্বারা ঐকলম বুঝানো হইয়াছে যেকলমযোগে লাওহ মাহফূযে যাহা লিখিবার ছিল তাহা লেখা হয়।

مَا يَسْطُرُونَ : তাহাদের লিপিবদ্ধ করণ। ما শব্দটিকে مصدرية ধরিয়া এই অর্থ করা হইয়াছে। ما শব্দটিকে موصولة ও শেষে ه উহ্য ধরিলে ইহার অর্থ হইবে 'তাহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে'।

২। ২, ৩ ও ৪ এই আয়াত তিনটি হইতেছে কসমের জওয়াব বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই আয়াতে مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ হইতেছে মূল প্রধান বাক্য; আর بِنِعْمَةِ رَبِّكَ অনুবন্ধ বা adjunct হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ বাক্যবিন্যাসের এই ধারাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে مَا أَنَا قُلْتُ শিরোনামা দিয়া বাক্যবিন্যাসের এই ধারাটির আলোচনা করা হয়। এই ধরণের বাক্যে অপরের সম্পর্কে বিদ্রূপ কটাক্ষের ইঙ্গিত থাকে। যথা, مَا أَنَا قُلْتُ এর তাৎপর্য দাঁড়ায় 'আমি তো বলি নাই—তুমিই বলিয়া থাকিবে'। সরলভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হইত مَا قُلْتُ : আমি বলি নাই। ঐ নিয়ম অনুসারে مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ এর তাৎপর্য হইবে, 'তুমি তো পাগল নও—যাহারা তোমাকে পাগল বলে তাহারাই পাগল।"

অনুরূপ ভাবে مَا أَنَا ও لَسْتُ بِسَارِقٍ এর অর্থ হইবে যথাক্রমে, 'আমি চোর নহি', ও 'আমি তো চোর নই—বরং তুমিই চোর'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ •

৩। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত মহান প্রতিদান।

আয়াতটির বাক্যবিন্যাসের নযীর এই :

اَنْتَ بِحَمْدِ اللهِ عَالِمٌ،

مَا اَنْتَ بِحَمْدِ اللهِ بِجَاهِلٍ ইত্যাদি।

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ—প্রশ্ন উঠে بِنِعْمَةِ اللهِ বলা হয় নাই কেন ? জওাব এই যে, কোন কিছুর সৃষ্টির সহিত যেমন 'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার সঙ্গত হয় সেইরূপ কোন কিছু দানের সহিত বিশেষতঃ উহার বৃদ্ধির সহিত রাব্ব শব্দের ব্যবহার সঙ্গত হয়। কারণ রাব্ব শব্দের অর্থ হইতেছে 'শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি দানকারী'; আর বৃদ্ধি একটি দানই বটে। তাই এখানে **'রাব্বিকা'** শব্দযোগে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে নি'মাত দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা ক্রমান্বয়ে বেশী করিতে করিতে পূর্ণতার শিখরে পৌঁছাইয়া ছাড়িবেন।

আয়াতটির অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ—সূরাহ 'আল্-হিজ্র' এর ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আচরণের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,

وَقَالُوْا يَاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ

الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ •

"আর তাহারা বলিল, ওহে সেই ব্যক্তি যাহার উপর আয্-যিক্র্ (কুরআন) অবতীর্ণ করা হইল, নিশ্চয় তুমি যথার্থই পাগল।"

কাফিরদের এই ধরণের উক্তির প্রতিবাদে এই সূরাহের প্রথমের কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয়।

৩। غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ইহার দুই প্রকার অর্থ করা হয়।

(প্রথম অর্থ) مَنٌّ এর এক অর্থ শেষ করিয়া দেওয়া ক্ষান্ত করিয়া দেওয়া। কাজেই مَمْنُوْن এর অর্থ হয় 'নিঃশেষিত' 'নিবর্তিত' আর غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ হয় 'অনিঃশেষিত', অনিবর্তিত অর্থাৎ অশেষ, অফুরন্ত বা চিরস্থায়ী। (দ্বিতীয় অর্থ) مَنٌّ এর অপর অর্থ হইতেছে পূর্বকৃত দানের উল্লেখ করিয়া দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দানকারীর লজ্জা দেওয়া। তখন مَمْنُوْن এর অর্থ দাঁড়ায় যে দানের উল্লেখ করিয়া দানগ্রহীতাকে লজ্জা দেওয়া হয় সেই দান। কাজেই غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ দাঁড়ায় যে দানের উল্লেখ করিয়া দানগ্রহীতাকে লজ্জা দেওয়া হইবে না এইরূপ প্রতিদান। মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের অন্যতম আকীদা এই যে, মানুষ নিজ সৎকাজের পুরস্কার পাইবার জন্য আইনতঃ হকদার এবং আল্লাহ ঐ পুরস্কার দিতে বাধ্য। তাহারা আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া উহাকে তাহাদের উল্লিখিত আকীদার সমর্থনে দালীল ও প্রমাণ হিসাবে পেশ করার প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এই অর্থ গ্রহণও যেমন অসঙ্গত সেইরূপ তাহাদের আকীদার সমর্থনে ইহা পেশ করাও অযৌক্তিক। কারণ পূর্বের আয়াতটিতে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ উল্লেখ থাকায় ইহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি যাহা কিছু করা হইয়াছে বলিয়া এখানে উল্লেখ রহিয়াছে তৎসমুদয়ই তাঁহার প্রতি আল্লাহের নি'মাত, আল্লাহের দান। দ্বিতীয়তঃ مَنٌّ শব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক দান অস্বীকার, নিমকহারামী ও অবাধ্যতা থাকা অপরিহার্য; আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহের সঙ্গে এই প্রকার আচরণ একেবারে অসম্ভব বিধায় এই দ্বিতীয় অর্থ মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ •

৪ এবং নিশ্চয় তুমি অধিষ্ঠিত রহিয়াছ এক অতি মহান চরিত্রের উপর।

৪। لعلى خلق عظيم — على শব্দটির দ্বারা 'আয়ত্বের মধ্যে থাকা' অর্থ প্রকাশ করা হয়। আর খুলুক (خلق) বলিতে **এমন মানসিক অবস্থা** বুঝায় যাহার ফলে মানুষের পক্ষে প্রশংসনীয় কার্যাবলী ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। অর্থাৎ কথা-কাজ, দান-খয়রাত, শিষ্টাচার, সদয় ব্যবহার, আন্তরিকতা, অপরের অশিষ্ট আচরণ হাসিমুখে বরণ ইত্যাদি দ্বারা মানুষের ভালবাসা অর্জন; ক্রয়-বিক্রয়, ধার কর্জ, ইজারা প্রভৃতি যাবতীয় চুক্তি ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন; কৃপণতা, ইতরামি ও ক্রোধ বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি যখন মানুষের প্রকৃতিতে পরিণত হয় তখন মানুষের ঐ মানসিক অবস্থাকে 'খুলুক' বলা হয়। তারপর '**আযীম**' (عظيم) শব্দযোগে বুঝানো হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ সৎস্বভাব **অত্যন্ত** উন্নত মানের ছিল।

কাজেই সম্পূর্ণ আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উল্লিখিত সৎ গুণাবলী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রকৃতিগত গুণে পরিণত হইয়াছিল। ঐ প্রকার কার্য ও আচরণ না করিয়া তিনি থাকিতেই পারিতেন না।

২, ৩ ও ৪ এই আয়াত তিনটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে চারিটি কথা বলা হইয়াছে। এই চারিটির মধ্যে একটি হইতেছে ভিত্তি এবং বাকী তিনটি হইতেছে ঐ ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেই ভিত্তিটি হইতেছে 'রাব্বের ক্রমবর্ধমান নি'মাত দান' আর ঐ ভিত্তির উপর স্থাপিত বিষয় তিনটি হইতেছে এই—

(এক) রাব্বের ঐই ক্রমবর্ধমান নি'মাত প্রদত্ত হওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চরম ও পরম সুস্থবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী হন। কাজেই উন্মাদ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

(দুই) রাব্বের ঐ নি'মাত লাভের দরুণ তিনি অনবরত অবিশ্রান্তভাবে ন্যায় ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করিতে থাকেন। ফলে তিনি অশেষ মহান প্রতিদান লাভের অধিকারী হন।

(তিন) রাব্বের ঐ নি'মাতের ফলস্বরূপ তিনি মহান স্বভাব চরিত্রের ও আদর্শ আখলাকের উপর দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

বলা বাহুল্য যিনি সদা ন্যায় ও সৎ কাজে লিপ্ত থাকেন এবং যিনি আদর্শ নির্মল চরিত্র ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাকে যে কেহ পাগল আখ্যা দিবার ধৃষ্টতা দেখায় সেই নিশ্চিতভাবে পাগল।

মহান চরিত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কতিপয় হাদীস:

জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে তাঁহার রাসূল মনোনীত করিয়াছেন চরিত্রের মহান আচরণগুলিকে পূর্ণতা দিবার জন্য।"—মুওাত্তা।

নাওওাস ইবনু সাম'আন রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'পুণ্য' ও 'পাপ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "পুণ্য হইতেছে সৎ স্বভাব ও উত্তম আচরণ। আর যাহা কিছু সম্পর্কে তোমার অন্তরে সন্দেহ জাগে ও খোঁচা দেয় এবং লোকের উহা জানিয়া ফেলা তোমার পসন্দনীয় না হয় তাহাই পাপ।"—মুসলিম।

'আয়িশাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "ঈমানে পূর্ণতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত তাহারা, যাহারা তাহাদের মধ্যে আচরণে সর্বোত্তম এবং নিজ পরিবার পরিজনের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল।" —তিরমিযী।

আবু দ্দারদা রাঃ হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কিয়ামত দিবসে মু'মিনের কার্যের পাল্লায় কোন কিছুই উত্তম আচরণ অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে না। এবং ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী নির্লজ্জকে ঘৃণা করেন।" তিরমিযী।

www.ahlehadeethbd.org

জাবির রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহের সর্বাধিক প্রিয় এবং যাহারা ক্বিয়ামত দিবসে আমার নিকটতম স্থানে উপবেশনকারী হইবে তাহাদের মধ্যে ঐ সকল লোক থাকিবে যাহারা তোমাদের মধ্যে আচরণে সর্বোত্তম।"—তিরমিযী।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহান আচরণ

বারা রাঃ বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুখমণ্ডলের দিক দিয়াও লোকের মধ্যে সুন্দরতম ছিলেন এবং স্বভাব আচরণের দিক দিয়াও সর্বোত্তম ছিলেন।"—বুখারী ও মুসলিম।

আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বভাবগত ভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না, কষ্টকল্পিত ভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা আচরণে সর্বোত্তম তাহারাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"—বুখারী ও মুসলিম।

আনাস রাঃ বলেন, আমি দশ বৎসর যাবত নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খিদমত করি। আল্লাহের কসম, তিনি আমার ব্যবহারে কখনও বিরক্তিসূচক 'হুঃ' পর্যন্ত বলেন নাই। আর তিনি এমন কথাও বলেন নাই, 'কেন ইহা করিলে?' 'কেন ইহা কর নাই?'—বুখারী ও মুসলিম।

আনাস রাঃ আরো বলেন, একজন বাঁদী পর্যন্ত ইচ্ছা করিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত ধরিয়া তাঁহাকে যেখানে খুশী লইয়া যাইতে পারিত।—বুখারী।

আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যে কেহ ডাক দিলে তিনি তাহার ডাকের জবাব দিতেন।—বুখারী।

আনাস রাঃ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম এবং তাঁহার গায়ে ছিল মোটা শক্ত পাড়ের একটি নাজরানী চাদর। অনন্তর একজন বেদুঈন আসিয়া তাঁহার চাদর ধরিয়া এমন জোরে টানিতে লাগিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঘাড়ে চাদরের পাড়ের দাগ বসিয়া যাইতে দেখিলাম। তারপর ঐ বেদুঈন বলিল, "আল্লাহের যে মাল তোমার নিকটে আছে তাহা হইতে কিছু আমাকে দিবার জন্য আদেশ কর।" তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার দিকে ঘুরিয়া দেখিয়া হাসেন এবং তাহার জন্য দানের আদেশ করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

তাবিঈ আল-আসওয়াদ রহঃ বলেন, আমি একদা হযরত 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাড়ীর মধ্যে থাকাকালে কি কাজ করিতেন?" তাহাতে হযরত 'আয়িশাহ রাঃ বলেন, "তিনি নিজ পরিবারের খিদমতে লিপ্ত থাকিতেন। আর সলাতের সময় হইলেই উযূ করিতেন এবং সলাতের জন্য বাহির হইয়া যাইতেন।"—মুসলিম।

কসমের বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক—কলম ও কলমের লিখন যেমন যে কোন বিষয়কে পাকা-পোখত করিয়া রাখে অথবা আল্লাহের কলম ও লাওহে মাহফূযে উহার লিখন যেমন স্থায়ী সেইরূপ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, সৎকর্মশীল হওয়া এবং সৎ চরিত্র ও উত্তম স্বভাবের উপর অধিষ্ঠিত থাকা পাকা পোখত ব্যাপার এবং অবিসম্বাদিত সত্য।

হে আল্লাহ আমাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দাও এবং আমাদের স্বভাব ও আচরণকে উত্তম, সুন্দর ও নির্মল কর। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(৭৩—২) حدثنا قتيبة ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ماشبع رسول الله صلي الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ضفف قال مالك سألت رجلا من اهل البادية ما الضفف؟ فقال أن يتناول مع الناس•

(৭৩—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইব'হ্, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান জা'ফার ইব্নু সুলাইমান আয্-যুবা'ঈ, তিনি রিওয়ায়াত করেন মালিক ইব্নু দীনার হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম 'যফাফ' ছাড়া কখনও পেট ভরিয়া রুটিও খান নাই, গোশতও খান নাই।

(৭৩—২) مالك بن دينار মালিক ইব্নু দীনার এক জন বিশিষ্ট তাবি'ঈ ছিলেন। অপরাপর সূত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি এই হাদীসটি হাসান বাসরী হইতে শুনেন। হাসান বাসরী নিজেও তাবি'ঈ ছিলেন। কাজেই দেখা যায় এই হাদীসে পাশাপাশি দুই জন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

ماشبع......من خبز قط ولا لحم : **রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কখনও পেট ভরিয়া রুটিও খান নাই, গোশতও খান নাই।** ইহার তাৎপর্য এই যে, শুধু রুটি পেট ভরিয়া খান নাই এবং শুধু গোশতও পেট ভরিয়া খান নাই। বরং রুটি ও গোশত উভয় মিলাইয়া পেট ভরিয়া খাইয়াছেন। পেট ভরিয়া খাওয়ার তাৎপর্য পরে বর্ণনা করা হইতেছে।

ماشبع......الا على ضفف : **তিনি যাফাফ ছাড়া পেট ভরিয়া......খান নাই।** মালিক ইব্নু দীনার এই হাদীসটি হাসান বাসরীর নিকট হইতে শুনিবার পরে 'যাফাফ' শব্দের অর্থ সঠিক ভাবে বুঝিতে অক্ষম হইয়া এক জন বেদুঈনকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। বেদুঈন উহার যে অর্থ বলে তাহাতে হাদীসটির তাৎপর্য এই ...য় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাত্র দুই অবস্থাতে পেট ভরিয়া খাইতেন। তিনি যখন কাহারও বাড়ী মেহমান হইতেন তখন গৃহস্বামীর মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার সহিত পেট ভরিয়া খাইতেন। আর কেহ তাঁহার বাড়ীতে মেহমান হইলে মেহমানকে তৃপ্তির সহিত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি পেট ভরিয়া খাইতেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁহার পেট পুরিয়া আহার গ্রহণের তাৎপর্য আকণ্ঠ ভোজন নয়—বরং উহার তাৎপর্য হইতেছে পেটের দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করিয়া খাওয়া। বস্তুতঃ ইসলামে আকণ্ঠ ভোজনের কোন অনুমতি নাই। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ خُفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

দশম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের মোজা * সম্পর্কিত হাদীস

মিকদাম ইবনু মা'দীকারাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি "যে কয়েক লুকমা খাদ্য ইবনু আদামের মেরুদণ্ড সোজা রাখে সেই কয়েক লুকমা খাদ্য গ্রহণ করাই তাহার জন্য যথেষ্ট। তবে সে যদি একান্তই উহা অপেক্ষা বেশী আহার করিতে চায় তাহা হইলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বরাদ্দ করিতে পারে।"—তিরমিযী (তুহ্‌ফা ৩ | ২৭৮)

একজন বেদুঈনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যাফাফ' এর অর্থ কি ? সে কালে মাককা শহর একটি ব্যবসাকেন্দ্র ছিল বলিয়া সেখানে বাহির হইতে বহু লোক আসিত এবং মাক্কাবাসীগণ ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহারাও দেশ-বিদেশে যাইতেন। ফলে, শহরবাসীদের আরবী ভাষায় অনেক কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়া উহা কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে বেদুঈনদের আরবী ভাষা একেবারে বিশুদ্ধ থাকিয়া যায়। তাই নিজেদের ভাষা শুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে কুরাইশেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে শিশু অবস্থাতেই বেদুঈন পরিবারে পালিত হওয়ার ব্যবস্থা করিত। বস্তুতঃ, ইসলাম আগমনের পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বেদুঈনদের আরবীই প্রামাণ্য বিশুদ্ধ আরবী বলিয়া গৃহীত হইতে থাকে।

* ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কয়েক জোড়া মোযা পরিধান করেন। এই অধ্যায়ে যে দুই জোড়া মোযার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছাড়া খায়বার যুদ্ধে তিনি চারি জোড়া মোযা পাইয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। মোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের একটি মু'জিযার কথা ইমাম তাব্‌রানী তাঁহার আল্ আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি এই, ইব্‌নু আব্বাস রাঃ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রকৃতির প্রয়োজন শেষ করিয়া আসিয়া উযূ করেন। তারপর একটি মোযা পরিয়াছেন এমন সময় একটি সবুজ পাখী আসিয়া অপর মোযাটি লইয়া উড়িয়া যায়। তারপর সে ঐ মোযাটি মাটিতে নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি সাপ বাহির হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, 'ইহা আমার প্রতি আল্লাহের মর্যাদা দানের একটি ব্যাপার; ইহা করিয়া আল্লাহ আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিনি এই দু'আ করেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ ۔

"হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি যাহা কিছু তাহার পেটের ভরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে, যাহা কিছু দুই পায়ের উপরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে এবং যাহা কিছু চারি পায়ের উপরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে।"

আবূ উমামাহ রাঃ—র রিওয়ায়াতে আছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তাহার উভয় মোযাকে না ঝাড়িয়া পরিধান না করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٧٤ـ١) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّجَاشِىَّ اَهْدَى لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

(৭৪—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ ইব্‌নুস্‌-সারীঈ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি রিওয়ায়াত করেন দাল্‌হাম ইব্‌নু সালিহ হইতে, তিনি হুজাইর ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ হইতে, তিনি ইব্‌নু বুরাইদাহ্‌ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন নিশ্চয় আন-নিজাশী নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দুইটি কাল একরঙা মোযা উপঢৌকন দেন। অনন্তর তিনি ঐ মোযা দুইটি পরিধান করেন। তারপর উয্‌ করেন এবং উহার উপর মাসহ করেন।

(৭৪—১) النجاشى : আন্‌-নিজাশী। 'আন্‌-নাজাশী' ও শুদ্ধ; তবে আন-নিজাশী অধিকতর শুদ্ধ। কিন্তু 'আন্‌-নাজ্জাশী' ভুল। আন্‌ নিজাশী ছিল আবিসিনীয়ার রাজার উপাধি, যেমন ফির্‌'আওন ছিল মিসরের রাজার উপাধি। ইহার মূল হইতেছে নিজাশাহ (نجاشة) যাহার অর্থ বাধ্য হওয়া, বশীভূত হওয়া। কাজেই 'নিজাশী' শব্দের অর্থ হয় লোকে যাহার বাধ্য ও বশীভূত থাকে অর্থাৎ রাজা বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের যমানার আন্‌ নিজাশীর নাম ছিল আস্‌হিমাহ (اصحمة)' মতান্তরে মাক্‌হুল ইব্‌নু সা'সা'আহ (مكحول بن صعصعة)। তিনি খৃষ্টান থাকাকালে এক দল মুসলিম মাক্‌কার মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া মাক্‌কা ছাড়িয়া আবিসিনীয়া যান আর এই নিজাশী ঐ মুসলিমদিগকে নিরাপত্তা দান করেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অনন্তর ঐ আন-নিজাশী যে দিন ইন্‌তিকাল করেন সেই দিনই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাদীনার মুসলিমদিগকে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ দেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গায়েবানা সলাতুল্‌-জানাযাহ আদা করেন।

النجاشى اهدى الخ—আন-নিজাশী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে যে মোযা জোড়া উপঢৌকন দেন—তাহা তিনি পরিধান করেন। যে সময় নাজাশী এই উপঢৌকন দেন সেই সময়ে তিনি খৃষ্টান ছিলেন। ইহা হইতে এই মাস্‌আলা সাবিত করা হয় যে, কাফিরের উপঢৌকন দেওয়া বস্তুটি ব্যবহার করা শারী'আতে দুরস্ত হইলে ঐ উপঢৌকন গ্রহণ করা দুরুস্ত হইবে।

توضا ومسح عليهما অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উয্‌ করেন এবং পা না ধুইয়া উভয় মোযার উপরে মাস্‌হ করেন। 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মোযা পরিহিত অবস্থায় উয্‌ করা কালে পা না ধুইয়া মোযার উপর মাসহ করিয়াছেন' এই মর্মে সত্তর জন সাহাবী হইতে রিওয়ায়াত পাওয়া যায় —তুহ্‌ ফা: ১। ৯৬।

মোযার স্বরূপ—যে মোযার উপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাস্‌হ করেন তাহার স্বরূপ কি ছিল তাহা জানা দরকার। বর্ত্তমানে কোন কোন আলিম আমাদের এই দেশে প্রচলিত হাল্‌কা ধরনের সূতী ও পশমী

www.ahlehadeethbd.org

(٧٥—٢) حدثنا قتيبة بن سعيد انا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن الحسن بن عياش عن ابى اسحق عن الشعبى قال قال المغيرة بن شعبة اهدى دحية للنبى صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال اسرائيل عن

(৭৫—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্‌নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান যাকারীয়া ইব্‌নু যাকারীয়া ইব্‌নু আবূ যায়িদাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন হাসান ইব্‌নু 'আইয়াশ হইতে, তিনি আবূ ইস্‌হাক হইতে, তিনি শা'বী হইতে, তিনি বলেন আল্‌মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বাহ বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দিহ্‌য়াহ দুইটি মোযা উপহার দেন।

মোযার উপর মাসহ্ করার ফাতওয়া দিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, 'মোযার উপর মাসহ করার বিধান হাদীসে পাওয়া যায়; আর এইগুলিকেও মোযা বলা হয়। কাজেই এইগুলির উপর মাসহ দুরুস্ত হইবে।' আমাদের মতে তাঁহাদের এই কিয়াস একেবারে অচল। কারণ দুইটি বিষয় কেবলমাত্র নামে এক হইলেই উহাদের হুকম এক হইবে, এ কথা বলা সঙ্গত নয়। বরং দুইটি বিষয়ের স্বরূপ এক হইলে বিধান এক হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সা' (صاع) এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাদীনার সা' ও ইরাকের সা' উভয়েরই নাম সা'। আর হাদীসে বলা হইয়াছে যে, জন প্রতি এক সা' হিসাবে সাদাকাতুল্ ফিতর দিতে হইবে। যদি নামে এক হইলেই হুকম এক হওয়া সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহা হইলে ইরাকবাসীদের পক্ষে তাঁহাদের দেশের সা' অনুযায়ী সাদাকাতুল্ ফিতর দেওয়ার বিধানকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। অথচ আহলুল্ হাদীস মতে বলা হয় যে, ঐ বিধান শারী'আতসম্মত হইবে না। কারণ মাদীনার সা' ও ইরাকের সা', উভয়ই নামে এক হইলেও মাদীনার সা'য়ের পরিমাণ ও ইরাকের সা'য়ের পরিমাণ এক নয়। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে মাদীনার সা' অনুযায়ী সাদাকাতুল্ ফিতর দিয়াছেন এবং মাদীনার সা' অনুযায়ী সাহাবীদিগকেও দেওয়াইয়াছেন। কাজেই মাদীনার সা'য়ের পরিমাণ মতই সাদাকাতুল্ ফিতর দিতে হইবে। আহলুল্ হাদীসের এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলাই সঙ্গত হইবে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানাতে মাদীনায় খুফ্‌ফ (خف) বলিতে যাহা বুঝাইত কেবলমাত্র তাহারই উপর মাস্‌হ করা চলিবে। আর সে কালে 'খুফ্‌ফ' বলিয়া চামড়ার মোযাকেই বুঝানো হইত। তিরমিযীর শারহ তুহ্‌ফা : ১।১০২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, ইমাম শাওকানী তাঁহার আন্‌-নাইল গ্রন্থে বলেন, 'চামড়ার তৈয়ারী যে পদাবরণ পায়ের গিঁট পর্যন্ত পৌঁছে তাহাকে 'খুফ্‌ফ' বলা হয়। এমত অবস্থায় সুতী ও পশমী মোযার উপর মাসহ করা দুরুস্ত হয় না।

(৭৫—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফা : ৩।৬৫ পৃষ্ঠাতে) বর্ণনা করিয়াছেন।

قال اسرائيل : ইস্‌রাঈল বলেন। ইসরাঈল ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ নন; তিনি ইমাম তিরমিযীর উস্‌তাদের উস্‌তাদ।

عن عامر : 'আমির হইতে। মূল সানাদে যে 'আশ্‌-শা'বী' আছেন তাঁহারই নাম 'আমির।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

جَابِـرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجُبَّـةٌ فَلَبِسَهُمَا حَتّٰى تَخَرَّقَا، لَا يَدْرِى النَّبِيُّ صلى الله عليـه

وسلم أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لَا، قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا هُوَ أَبُو إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِي وَاسْمُهُ

سُلَيْمَانُ •

অনন্তর তিনি উহা পরিতে পরিতে ছিড়িয়া ফেলেন। ঐ মোযা দুইটির চামড়া যাবাহ-করা জানোয়ারের ছিল কি না তাহা তিনি জানেন নাই।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই বর্ণনা শৃঙ্খলে যে আবূ ইস্‌হাক রহিয়াছে তিনি হইতেছেন আবূ ইস্‌হাক আশ্‌শাইবাণী; আর তাঁহার নাম হইতেছে 'সুলাইমান'।

حَتّٰى تَخَرَّقَا : ঐ দুইটি ছিড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত। প্রথম রিওয়ায়াতে ঐ দুইটি বলিয়া মোযা দুইটির দিকে এবং দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটিতে ঐ দুইটি বলিয়া মোযা ও জুব্বার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لَا : ঐ মোযা দুইটি যাবহ করা পশুর ছিল কি না। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মোযা দুইটি চামড়ার তৈয়ারী ছিল।

ইহা হইতে এই মাস্‌আলা বাহির হয় যে, মৃত পশুর চামড়ার তৈয়ারী জুতা মোযা পরা জায়িয এবং উহা পায়ে দিয়া সলাত আদা করাও শুদ্ধ হইবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

একাদশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চর্মপাদুকা সম্পর্কিত হাদীস সমূহ

(৭৬—১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ

لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا قِبَالَانِ •

(৭৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূদাউদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হাম্মাম, তিনি রিওয়ায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি বলেন আমি আনাস ইব্‌নু মালিককে বলিলাম, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চর্মপাদুকা কিরূপ ছিল?" তিনি বলেন, "তাঁহার দুইটি চর্ম-পাদুকায় দুইটি করিয়া চামড়ার ফিতা ছিল।"

(৭৬—১) এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার আল্‌-জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফা ৩:৬৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা আল্‌-বুখারীর আস্‌-সাহীহ গ্রন্থের ৮৭১ পৃষ্ঠাতে, সুনান আবূদাউদ ২:২১৭ পৃষ্ঠাতে এবং সুনান আন্‌নাসা'ঈ ২:৩০৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

(٢—٧٧) حدثنا ابوكريب محمد بن العلاء ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما •

(৭৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আলা', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফ্য়ান হইতে, তিনি খালিদ আল্ হায্যা' হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্নুল্ হারিস হইতে, তিনি ইব্নু 'আব্বা'স হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রত্যেকটি চর্ম পা'দুকায় দুইটি করিয়া চামড়ার ফিতা ছিল। ঐ ফিতা দুইটি মূলতঃ একটিই ফিতা ছিল এবং উহার দুই প্রান্ত চর্ম পাদুকার সম্মুখ ভাগে দুই স্থানে নিবদ্ধ ছিল।

(৭৭—২) এই হাদীসটি ইব্নু মাজাহ : ২৬৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

قبالان مثنى شراكهما—'মাস্নীয়ুন' হইতেছে সানা' হইতে اسم مفعول 'মা'রূমীয়ূন' পরিমাপে। ইহা 'মুসান্নান্'ও পড়া হইয়া থাকে। তখন উহা সান্না হইতে ইস্ম মাফ্'উল হয়। উভয়ের অর্থ একই।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্যাণ্ডেলে যে ফিতা থাকিত তাহার একটি প্রান্ত স্যাণ্ডেলের সম্মুখ দিকে এমন স্থানে স্থাপিত থাকিত যাহাতে উহা বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী অঙ্গুলীর মাঝে থাকিতে পারে। তারপর ঐ ফিতাটি গোড়ালি বেড়িয়া উহার অপর প্রান্তটি স্যাণ্ডেলের সম্মুখ দিকে এমন স্থানে লাগানো থাকিত যাহাতে উহা মধ্যমা অঙ্গুলী ও অনামিকা অঙ্গুলীর মাঝে থাকিতে পারে। ইহাই ছিল তাঁহার চর্মপাদুকার স্বরূপ।

স্যাণ্ডেলের তলার বিবরণ সম্পর্কে ইবনু সা'দ তাঁহার তাবাকাত গ্রন্থে বলেন,

"উহার গোড়ালীর অংশ প্রশস্ত, কোমর ভাগ কম চওড়া ও অগ্রভাগ চোখা ছিল।" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পায়ের তর্জনী অঙ্গুলী তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল বলিয়া তাঁহার চর্মপাদুকার অগ্রভাগ চোখা রাখা হইত।

হাফিয আল্-'ইরাকী ঐ স্যাণ্ডেলের পরিমাপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, "তাঁহার চর্মপাদুকায় দুইটি করিয়া চামড়ার ফিতা লাগানো থাকিত। উহা লোমশূন্য হইত। চর্মপাদুকা এক বিঘত দুই আঙ্গুল লম্বা ছিল। উহা গোড়ালীর স্থানে সাত আঙ্গুল, কোমরের স্থানে পাঁচ আঙ্গুল এবং তদুর্ধে ছয় আঙ্গুল চওড়া ছিল। উহার মাথা চোখা ছিল। আর ফিতাটি দুই আঙ্গুল চওড়া ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

(٣—٧٨) حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم ثنا ابو احمد الزبيري ثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم •

(٤—٧٩) حدثنا اسحق بن موسى الانصاري انا معن قال ثنا مالك ثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رايتك تلبس النعال السبتية قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(৭৮—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইবনু মানী' ও য়া'কূব ইবনু ইব্রাহীম, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ আহমাদ আয্যুবাইরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'ঈসা ইবনু তহমান, তিনি বলেন, একদা আনাস ইবনু মালিক লোমশূন্য দুইটি স্যাণ্ডেল বাহির করিয়া আমাদের সামনে আনেন। ঐ স্যাণ্ডেল দুইটির দুইটি করিয়া চামড়ার ফিতা ছিল। আবূ আহমাদ বলেন, পরে আনাসের অপর শিষ্য সাবিত আমাকে হাদীস শোনান এবং আনাস হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, ঐ স্যাণ্ডেল দুইটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্যাণ্ডেল ছিল।

(৭৯—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইবনু মূসা আল্—আনসারী, তিনি বলেন আমদিগকে হাদীস জানান মা'ন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মালিক, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইবনু আবূ সা'ঈদ আল্‌মাক্‌বারী, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'উবাইদ ইবনু জুরাইজ হইতে, তিনি ইবনু 'উমারকে বলেন, "আমি আপনাকে লোমশূন্য চামড়ার স্যাণ্ডেল পরিধান করিতে দেখিয়া আসিতেছি। (ইহার কারণ কি ?)" তিনি বলেন, 'ইহা নিশ্চিত

(৭৮—৩) এই হাদীসটি আল্ বুখারীর আস্‌সাহীহ গ্রন্থের ৮৭১ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।
(৭৯—৪) এই হাদীসটি আল্ বুখারীর আস্‌-সাহীহ গ্রন্থের ২৮ ও ৮৭০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

السبتية—سبت (সিব্‌তুন্) এর অর্থ 'মস্তক মুণ্ডন করা'। গরুর চামড়া পাকা করা হইলে উহা লোমশূন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها •

(৮০—৫) حدثنا اسحق بن منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابى ذئب عن صالح مولى التوءمة عن ابى هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان •

যে, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামকে এমন স্যাণ্ডেল পরিতে দেখিয়াছি যাহার চামড়ায় কোন লোম থাকিত না এবং তাঁহাকে ঐ স্যাণ্ডেল পরিহিত অবস্থায় উযূ করিতেও দেখিয়াছি। কাজেই আমি লোমশূন্য চামড়ার স্যাণ্ডেল পরিতে ভালবাসি।

(৮০—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মানসূর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রায্যাক, তিনি বিওায়াত করেন মা'মার হইতে, তিনি ইব্নু আবূ যি'ব হইতে, তিনি তাওআমাহের মুক্ত দাস সালিহ হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্যাণ্ডেলের দুইটি করিয়া চামড়ার ফিতা ছিল।

হইয়া যায়। এই কারণে গরুর পাকা করা চামড়াকে এবং অপর পাকা করা চামড়াকেও 'সিব্‌ত' বলা হয়। এখানে 'সিব্‌তীয়াহ' বলিয়া লোমশূন্য চামড়া বুঝানো হইয়াছে।

ويتوضا فيها—ইহার তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোমশূন্য চামড়ার স্যাণ্ডেল পরিহিত থাকা অবস্থায় উযূ করিবার কালে স্যাণ্ডেল হইতে পা বাহির না করিয়াই পা ধুইতেন। চামড়া লোমশূন্য থাকায় উহাতে কোন নাপাক বস্তু লুকাইয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তিনি এইরূপ করিতেন। স্যাণ্ডেল পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সলাতও আদা করিতেন। (সাহীহ বুখারী : ৫৬, সাহীহ মুস্লিম ১।২০৮ আনাস হইতে)। বস্তুতঃ স্যাণ্ডেলে কোন নাপাক বস্তু লাগিয়া না থাকিলে উহা পরিয়া থাকাকালে পা ধোওয়া এবং উহা পরিয়া সলাত আদা করিতে কোনই বাধা নাই।

কিন্তু ইমাম নাওাওী বলেন, হাদীসের এই অংশটির তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্যাণ্ডেল হইতে পা বাহির করিয়াই পা ধুইতেন এবং পা ভিজা থাকিতেই স্যাণ্ডেলের মধ্যে পা প্রবেশ করাইতেন। ইমাম নাওাওীর এই ব্যাখ্যাকে অধিকাংশ আলিমই কষ্টকল্পিত ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

(৮০—৫) ইব্‌নু আবী যি'ব—তাঁহার নাম মুহাম্মাদ ইব্‌নু আবদুর রাহমান। তিনি একজন বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। আমীরুল্‌মুমিনীন হারূনুর্‌ রাশীদ হজ্জ্ সম্পাদন উদ্দেশ্যে হিজায সফরে গিয়া একদা মাস্‌জিদুন্নাবীতে প্রবেশ করিলে এই ইব্‌নু আবী যি'ব ছাড়া উপস্থিত সকলে তাঁহার সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়ান। অনন্তর লোকে তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিলে তিনি বলিলেন, "লোকে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই দাঁড়াইবে"। (এই বাক্যটি কুর্‌আন মাজীদে কিয়ামাতের দণ্ডায়মান সম্পর্কে বলা হয়—সূরাহ্ আল্‌মুতফ্‌ফিফীন : ৬। তাই এই বাক্যটি শুনিয়া হারূনুর রাশীদের মনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٨١-٦) حدثنا احمد بن منيع ثنا ابو احمد انا سفيان عن السدى

حدثنى من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى نعلين مخصوفتين •

(৮১—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্‌মাদ ইব্‌নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ আহমাদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন আস্‌-সুদ্দী হইতে, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান এমন এক ব্যক্তি যিনি 'আমর ইব্‌ন হুরাইসকে এই হাদীস বলিতে শোনান, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তালি দেওয়া দুইটি স্যাণ্ডেল পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি।

কিয়ামাতের চিন্তা উদিত হয়।) তখন হারূনুর রাশীদ বলেন, "তাঁহাকে তাঁহার অবস্থায় থাকিতে দিন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার শরীরের প্রত্যেকটি লোম ভয়ে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

(৮১-৬) السدى : আস্‌-সুদ্দী। ইসলামী সাহিত্যে দুইজন আস্‌-সুদ্দীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন 'বড় আস্‌-সুদ্দী' আর দ্বিতীয় জন হইতেছেন বড় আস্‌-সুদ্দীর পৌত্র 'ছোট আস্‌-সুদ্দী'। এখানে আস্‌-সুদ্দী বলিয়া বড় আস্‌-সুদ্দীকে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহার নাম ইসমা'ঈল, পিতার নাম আবদুর রাহমান। তিনি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত রাবী। কিন্তু ছোট আস্‌-সুদ্দী রাবী হিসাবে যা'ঈফ। ছোট আস্‌-সুদ্দীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নহে। সুদ্দাহ (سدة) শব্দের অর্থ দরজার সম্মুখে দরজার বাহিরের দিকে অবস্থিত স্থান। এই রাবী ইসমা'ঈল কূফার মসজিদের দরজার পাশে বাহিরে বসিয়া ওড়না বিক্রয় করিতেন বলিয়া তিনি আস্‌-সুদ্দী নামে পরিচিত হন।

مخصوفتين : তালি দেওয়া। কুর'আন মাজীদে হযরত আদাম আলাইহিস্‌ সলাতু অস্‌সালাম ও হযরত হাওওা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্বন্ধে বলা হয় وطفقا يخصفان... অর্থাৎ দুইজন জান্নাতের গাছের পাতা একটির সহিত আরটি যুক্ত করিতে লাগিলেন—সূরাহ আল্‌-আ'রাফ : ২২ ও সূরাহ তা-হা : ১২১। কাজেই এই হাদীস অংশের তাৎপর্য স্যাণ্ডেলের তলা ক্ষয় হওয়ার কারণে উহার নীচে সোল লাগানো স্যাণ্ডেলও হইতে পারে এবং ফিতা ছিঁড়িয়া যাওয়ার কারণে তাহাতে চামড়ার তালি দেওয়া স্যাণ্ডেলও হইতে পারে।

حدثنى من سمع عمرو بن حريث : আমাকে হাদীস শোনান এমন এক ব্যক্তি যিনি 'আমর ইবনু হুরাইসকে বলিতে শোনেন। এখানে রাবীর নামের উল্লেখ না থাকায় হাদীসটি গ্রহণে দ্বিধা দেখা দেয়। কিন্তু অপর সাহীহ হাদীসে পরোক্ষভাবে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহা এই, হযরত 'আ'য়িশাহ রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার চর্মপাদুকায় তালি লাগাইতেন—মিশকাত : ৫২০ পৃষ্ঠা, তিরমিযীর বরাতে।

এই রাবীর নাম উল্লেখ না করার কারণ—যে রাবী হইতে আস্‌-সুদ্দী এই হাদীসটি বর্ণনা করেন তাহার উল্লেখ কোনও সনদে স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় না। তবে ইমাম কাসতাল্লানী বলেন যে, সম্ভবতঃ ঐ রাবী হইতেছেন 'আতা ইব্‌নুস্‌সায়িব। যেহেতু ঐ রাবীর শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনা ব্যাপারে মাঝে মাঝে ভ্রম হইত এবং সুদ্দী যেহেতু ঐ রাবীর শেষ বয়সে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শুনেন, সেই কারণে তিনি তাঁহার এই শাইখের নাম উল্লেখ করিতেন না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৮২—৭) حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري انا معن انا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا ٠

(৮৩—৮) حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه ٠

(৮২—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্‌হাক ইব্‌নু মূসা আল্‌আনসারী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মা'ন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মালিক, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবুয্‌-যিনাদ হইতে, তিনি অল্‌-আ'রাজ হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হইতে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেহই কিছুতেই এক পা'য়ে জুতা পরিয়া হাঁটিবে না। সে এক যোগে দুই পা'য়েই জুতা পরিয়া হাঁটিবে অথবা দুই পদই নগ্ন অবস্থায় হাঁটিবে।

(৮৩—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন মালিক হইতে, তিনি আবুয্‌-যিনাদ হইতে পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ হাদীস।

(৮২—৭) এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার আল্‌-জামি' গ্রন্থেও (তুহফা : ৩।৬৭) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাহীহ আল্‌বুখারী : ৮৭০, সাহীহ মুসলিম : ২।১৯৮, আবূদাউদ : ২।২১৭ এবং ইব্‌নু মাজাহ ২৬৬ পৃষ্ঠাতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

لا يمشين : কিছুতেই হাঁটিবে না। ইহার স্থলে অপর রিওয়ায়াতে 'লাা য়ামশি' (لا يمش) এবং 'লাা য়ামশী' (لا يمشي) ও দেখা যায়। ইহাদের অর্থ যথাক্রমে 'যেন না হাঁটে' ও 'হাঁটিবে না'। ঐ রিওয়ায়াতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এক পায়ে স্যাণ্ডেল পরিয়া চলা মাকরূহ প্রমাণিত হয়; হারাম প্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু এক পায়ে স্যাণ্ডেল পরিয়া চলার সমর্থনও একটি হাদীসে পাওয়া যায় বলিয়া আলিমগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, **বিশেষ ওযর ও কারণ ব্যতীত** এক পায়ে স্যাণ্ডেল পরিয়া চলা মাকরূহ হইবে। বিশেষ ওযর থাকিলে উহা মাকরূহ হইবে না—বরং জায়িয ও বৈধ হইবে। হাদীসটি এই—

হযরত 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার ভাতিজা কাসিম ইব্‌নু মুহাম্মাদ ইব্‌নু আবুবাকর বলেন, 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাঝে মাঝে এক পায়ে স্যাণ্ডেল পরিয়া চলাফেরা করিতেন।

কাসিম ইব্‌নু মুহাম্মাদ আরও বলেন যে, 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাও এক পায়ে স্যাণ্ডেল পরিয়া চলাফেরা করিতেন।—তিরমিযীর জামি' (তুহফা : ৩।৬৮)।

স্যাণ্ডেল সম্পর্কিত এই বিধানটি চটি জুতা, জুতা ও মোযার প্রতিও প্রযোজ্য হইবে। জামার এক আস্তিনে হাত ঢুকাইয়া অপর হাতটি বাহির করিয়া রাখা অবস্থায় অথবা এক ঘাড়ে চাদর পেঁচাইয়া অপর ঘাড় খালি রাখা অবস্থায় চলাফেরা করাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কাহারও কাহারও মতে এক পায়ে স্যাণ্ডেল ও অপর পায়ে মোযা পরিয়া চলাও এই বিধানে পড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী ॥

সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী !

সাহাবী কাহাকে বলে ?

সাহাবীগণের সংখ্যা ও শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, সাহাবী কাহাকে বলে তাহাই মীমাংসা করিতে হইবে। পণ্ডিতমণ্ডলী এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১। এমাম আহমদ ও এমাম বোখারী প্রভৃতি আহলে হাদীসগণের মত এই যে, যে মোসলমান রসূল করিমের দর্শনলাভ করিয়াছেন তিনি সাহাবী। (১)

২। তাবেয়ী প্রবর সইদ এবনুল মোসাইয়েব বলেন, রসূলে করিমের নিকট অন্ততঃ এক বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছেন, এবং দুই একটি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ মোসলমান সাহাবী (২)

৩। মোহাদ্দেস আবুল মোজাফ্ফার সাম্য়ানী বলেন :—যে মোসলমান রসূলের নিকট একটি হাদীসও শুনিয়াছেন, অথবা তাঁহার একটি কথাও রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন, তিনিই সাহাবী (৩)

৪। ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর মত এই যে :—বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সজ্ঞান অবস্থায় যে মোসলমান রসূলুল্লাহকে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই সাহাবী। (৪)

৫। পণ্ডিত এব্নে আবদুল বার্ বলেন :—রসূলে করিমের সময় যে সকল মোসলমান বর্তমান ছিলেন, রসূলের দর্শনলাভ করিয়া থাকুন বা না থাকুন তাঁহারা সকলেই সাহাবী। (৫)

৬। সুফি সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন :—রসূলে করিমকে স্বপ্নেও যে মোসলমান দেখিয়াছেন, তিনিও সাহাবী। (৬)

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ইহা সুফি মহোদয়গণের বাড়াবাড়ি, সম্ভবতঃ তাঁহাদের এইরূপ মতের

---

(১) (ظفر الامانی) জফরুল আমানী, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

(২) (مقدمة ابن الصلاح) মোকাদ্দামাত এব্নেস্সালাহ, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

(৩) ঐ।

(৪) জফরুল আমানী, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

(৫) ঐ।

(৬) জফরুল আমানী, ৩০৭ পৃষ্ঠা। এ বিষয় আরও অনেক বিচিত্র মত আছে; যথা, হযরত ঈসা সাহাবী কি না? (তিনি যে মেঅরাজের সময় রসূলুল্লাহকে(দঃ) দেখিয়াছিলেন!) যে সকল 'জিন' রসূলকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সাহাবী কিনা? যদি হন, তবে তাপস শ্রেষ্ঠ মাখদমে জাহানীয়াঁ তাবেয়ী হইবেন না কেন? তিনি নাকি এরূপ একজন জিনের নিকট হাদিস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি রসূলে করিমকে দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহার এ বিষয় বিশেষ বিবরণ জানিবার কুতূহল থাকে, তিনি জফরুল আমানী গ্রন্থের ৩০৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং تذريب الراوى তাদরীবুর রাবী গ্রন্থের ২০১ হইতে ২০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন।

www.ahlehadeethbd.org

ভিত্তি من رآنى في المنام فقد رآنى (যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখিয়াছে, সে প্রকৃত আমাকে দেখিয়াছে।) হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রথমতঃ এই হাদিসই প্রমাণ সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ হাদিসটি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই হাদিসের কোন সম্বন্ধ নাই।

পণ্ডিত এব্নে আ'বদুল বার্ প্রভৃতির মতও যে ঠিক নহে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ তাহা হইলে অওয়াসেকারণ ও আবদুল্লাহ এব্নে নওফল (৭) প্রভৃতি সকলই সাহাবী পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে সাহাবী শ্রেণীভুক্ত করেন নাই।

ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর মতও গ্রহণ করিবার উপায় নাই। যেহেতু তাঁহার মতানুযায়ী আবদুল্লাহ এব্নে জোবায়ের, এমাম হাসান ও এমান হোসয়ন প্রমুখ সাহাবীগণ, যাঁহারা হেজরতের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহাবী থাকিতেছেন না। অথচ তাঁহাদের সাহাবী হওয়া সর্ববাদীসম্মত।

এইরূপ মোহাদ্দেস সামআনী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও স্বীকার্য্য নহে; কারণ রসুলে করিমের জীবদ্দশায় যে সকল সাহাবী পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রায় সকলেই কোন হাদিস রেওয়ায়েৎ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা কেবল সাহাবী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মোহাজের, মোজাহেদ, বদরী ও ওহোদী।

তাবেয়ী সইদ এব্নুল মোসাইয়েব মহোদয়ের মত সর্বাপেক্ষা কঠোর। তাঁহার মত গ্রহণ করিলে, হিজরী ১০ম সালে ও ১১শ সালের প্রারম্ভে যে সহস্র সহস্র লোক এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, (৮) তাঁহারা সাহাবী হওয়ার অধিকারী হইতেছেন না; কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এক বৎসর পর্যন্ত রসুলে করিমের সাহচর্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। অনেকে তাঁহার সঙ্গে কোন যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু সকল মোহাদ্দেসই তাঁহাদিগকে সাহাবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় সাহাবী শব্দের অর্থ লইয়া এত বিব্রত হওয়ার আবশ্যক নাই। "সাহাবী" শাস্ত্র বিশেষের পারিভাষিক শব্দ (علمى اصطلاح) নহে যে, শাস্ত্রকারগণ তাহার অর্থ নির্দেশ করিয়া না দিলে আমরা বুঝিতেই পারিব না। ইহা আরব্য ভাষার একটি সাধারণ শব্দ, সুতরাং তাহার অর্থ সম্বন্ধে অভিধানের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

আরব্য ব্যাকরণের একটি সূত্র হইতেছে যে, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে বুঝাইতে হইলে, সম্প্রদায়বাচক শব্দের শেষে حرف زايد (অতিরিক্ত বর্ণ) থাকিলে, তাহা লোপান্তে ى অক্ষর সংযুক্ত করিতে হয়। এই ى প্রকৃতপক্ষে ياء نسبت (সম্বন্ধবাচক অব্যয়)। আরব্য ভাষায় انس বা جن বলিলে মানব বা অশরীরী বিশেষ বুঝাইবে না, মানব সম্প্রদায় (জাতি) বা অশরীরী সম্প্রদায়কে বুঝাইবে। মানব বিশেষ বা

(৭) قال الطبرى :— ولد على عهد النبى صلعم ১৩শ খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

(৮) আল্লামা আবদুর রহিম আসারী লিখিয়াছেন যে, হাজ্জাতুলবেদার সময় (যাহার তিন মাস পরই রসুলে করিম স্বর্গারোহণ করেন) ৪ সহস্র লোক এসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলফিয়া (الفية عراقى) ১২৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

অশরীরী বিশেষ বুঝাইতে হইলে انسى বা جنى (ইন্‌সী বা জিন্নী) বলিতে হইবে। এইরূপ সুন্নী, শিয়া, খারেজী, সাহাবী ইত্যাদি। 'সাহাবা' সম্প্রদায় বিশেষের নাম, ব্যাকরণের উপরোক্ত সূত্রানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (Individual) সাহাবা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

সাহাবা শব্দ ص-ح-ب ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। صحبة শব্দের অর্থ সাহচর্য (Companionship)। সুতরাং যিনি রসূলে করিমের সাহচর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সাহাবী। সোহ্‌বাৎ বা সাহচর্য্যের জন্য যেরূপ কাল নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সাহাবী হওয়ার জন্যও তদ্রূপ কোন সময়ের নির্দেশ করা যাইতে পারে না। ওসূলী সম্প্রদায়েরও ইহাই মত। (৯)

সাহাবীর সংখ্যা

রসূলে করিমের জীবদ্দশায় কত লোক মোসলমান হইয়াছিলেন? সাহাবার সংখ্যা কত ছিল? কি পরিমাণ লোক তাঁহার নিকট হাদিস শুনিয়াছিলেন? এবং তন্মধ্যে কতজন হাদিস রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন? এ সমস্তের নির্ভুল সংখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর নয়।

তৃতীয় শতাব্দীর স্বনামধন্য মোহাদ্দেস আবু-জারআ (ابو زرعة) বলিয়াছেন: রসূলে করিমের স্বর্গারোহণের সময় মোসলমানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার(১০) ছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হাদিস শুনিয়াছেন। মৌলানা সইয়েদ সোলায়মান সাহেব বলিতেছেন যে, ইহা মোহাদ্দেসপ্রবরের অতিশয়োক্তি। কারণ রসূলুল্লাহের(দঃ) বর্তমানাবস্থায় মোসলমানদিগের সর্বপ্রধান সম্মিলন তাবুক যুদ্ধ এবং হাজ্‌জাতুলবেদার (حجة الوداع) সময় হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সম্মিলনীতেই মোসলমানদের সংখ্যা মোহাদ্দেস মহোদয়ের বর্ণিত সংখ্যা হইতে অনেক কম ছিল। তাবুক যুদ্ধে তাঁহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৭০ সহস্র। হাজ্‌জাতুল বেদার সময় (যাহার এক বৎসর পরই রসূলে করিম পরলোকগমন করেন (১১)) সমুদয় মোসলমানের উপস্থিত হওয়ার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি মোট সংখ্যা ৪০ সহস্রের অধিক হয় নাই। হজরৎ ওমরের শাসন-কালে প্রধানতম যুদ্ধক্ষেত্রেও ৪৫ সহস্রের অধিক মোসলমান সমবেত হইতে পারেন নাই। এমাম রাফেয়ী বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহের (দঃ) মৃত্যুর সময় মোসলমানদের মোট সংখ্যা ৬০ সহস্র ছিল। এই সকল সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, রসূলে করিমের স্বর্গারোহণের সময় মোসলমানদের সংখ্যা ৭৫ হাজারের অধিক ছিলনা।(১২)

আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমরা মওলানা (সুলায়মান নদভী) সাহেবের মতের

(৯) تدريب الراوى তাদরীবুর্‌রাবী, ২০ পৃষ্ঠা।

(১০) مقدمة ابن الصلاح এবনুস সালাহ্‌ ১৫১ পৃষ্ঠা।

(১১) এক বৎসর পর নহে। মাত্র ২ মাস ২২ দিন অথবা ৩ মাস ২ দিন পর। হাজ্‌জাতুলবেদা ১০ সালের জিলহজ্জ মাসে হইয়াছিল। রসূলে করিমের তিরোভাব হইয়াছিল ১১ সালের ২রা রাবিউল আউয়াল তারিখে (হেজাজের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতানুযায়ী।) অথবা ১২ই রাবিউল আউয়াল তারিখে। (ওয়াকেদীর উক্তি অনুসারে। تاريخ طبرى তাবারী, ৪ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

(১২) الندوة আন্‌নাদ্‌ওয়াহ্‌ ৬ খণ্ড, ৭ সংখ্যা।

www.ahlehadeethbd.org

সমর্থন করিতে পারিতেছি না। যেহেতু প্রথমতঃ তিনি যে সকল সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এমাম রাকেয়ী সাহেব প্রদত্ত সংখ্যা ব্যতীত অপর কোনটির দ্বারা স্বপ্রমাণিত হয় না যে, ইহাই মোসলমানদের মোট সংখ্যা। তাবুক যুদ্ধ ও হাজ্জাতুলবেদার সময় সমুদয় মোসলমানই যে রসূলে করিমের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং মদিনা, মক্কা ও পার্শ্ববর্তী জনপদ সমূহের মধ্যে কোন মোসলমানই যে ছিলেন না, তাহার প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে তাবুক যুদ্ধ ও হাজ্জাতুলবেদায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই পুরুষ—অল্প সংখ্যক মহিলাও যে সঙ্গে ছিলেন না, তাহা আমরা বলিতেছি না; তবে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই যে গমন করেন নাই, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মহিলাগণও যে সাহাবী পর্য্যায়ভুক্ত, তাহা মওলানা সাহেব অবগত আছেন। মওলানা সাহেব বলিয়াছেন যে, য়্যারমুক যুদ্ধে মোসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৪৫ সহস্র ছিল। এই যুদ্ধ হিজরী ১৩ সালের জামাদিল ওখরা মাসে(১৩) অর্থাৎ রসূলে করিমের পরলোকগমনের মাত্র ২ বৎসর ৪ মাস পরে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে ৪৫ বা ৪৬ সহস্র মোসলমান যোদ্ধা যোগ দিয়াছিলেন।(১৪) কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে সাহাবার সংখ্যা কত ছিল? ইতিহাসবেত্তা তাবারী বলিতেছেন:

شهد اليرموك الف رجل من اصحاب رسول الله صلعم منهم نحو من مائة من اهل بدر (১৫)

অর্থাৎ য়্যারমুক যুদ্ধক্ষেত্রে ১ সহস্র সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় ১০০ জন বদরের যোদ্ধা। মওলানা সাহেবের মতানুসারে সাহাবা সংখ্যা ৭৫ সহস্র; কিন্তু য়্যারমুক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন মাত্র ১ সহস্র। অবশিষ্ট ৭৪ সহস্র লোকই ২ বৎসর ৪ মাসের মধ্যে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, প্রধানতম যুদ্ধক্ষেত্রে ২/৩ সাহাবা উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ মোহাদ্দেস আবুজারআ এরূপ বলেন নাই যে, ১ লক্ষ ১৪ সহস্র সাহাবীই হাদিস রেওয়ায়েৎ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة الف واربعة عشر الفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع عنه وفى رواية—ممن راه وسمع منه (১৬)

অর্থাৎ "রসূলে করিম ১ লক্ষ ১৪ সহস্র সাহাবী রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহার নিকট হইতে হাদিস রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন, অথবা শুনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে আবুজারআ হাদিস রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন" বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: "ইঁহারা তাঁহাকে (রসূলে করিমকে) দেখিয়াছেন এবং তাঁহার বাণী

(১৩) ইতিহাসবিদ বালাজরী (احمد بن جابر بن يحيى البلاذرى) মহোদয়ের মতে ১৫ সালের রজব মাসে, فتوح البلدان ফতুহুলবোলদান ১৪৩ পৃষ্ঠা।

(১৪) ঐতিহাসিক তাবারী একবার ৩৬ সহস্র অন্যবার ৪৬ সহস্র বলিয়াছেন। (তাবারী ৪র্থ খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা।) কিন্তু বালাজরী মাত্র ২৪ সহস্র বলিয়াছেন। فتوح البلدان للبلاذرى ফতুহুল বোল্‌দান ১৪১ পৃঃ।

(১৫) تاريخ الامم والملوك তাবারী. ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

(১৬) مقدمة ابن الصلاح এবনে সালাহ, ১৫১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ্রবণ করিয়াছেন।" ইহা যে অতিশয়োক্তি নহে, তাহা মোহাদ্দেস আবুজারআ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

قيل له: يا ابا زرعة، هؤلاء اين كانوا؟ واين سمعوا منه؟ قال اهل المدينة واهل مكة وما بينهما والاعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة (১৭)

অর্থাৎ আবুজারআকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এত সাহাব কোথায় ছিলেন ? এবং কোথায় তাঁহারা হাদিস শুনিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, মদিনা, মক্কা ও তাহাদের মধ্যবর্তী ও পার্শ্ববর্তী জনপদ সমূহের অধিবাসীগণ এবং দূরতম পল্লীবাসীগণ (অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই রসুলে করিমের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।) এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে হাজ্জাতুলবেদায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই রসুলুল্লাহকে (দঃ) দেখিয়াছিলেন ও আরফা প্রান্তরে তাঁহার বাণী শুনিয়াছিলেন।

রসুলে করিমের সময় সমগ্র হেজাজ, য়্যামন, ওম্মান, বাহরায়ন, য়্যামামাহ, হাজরামওত, নাজদ, নাজরান, দাওমাতুল জান্দাল, খায়বর, তাবুক গাস্সান ইত্যাদি প্রায় সমুদয় প্রদেশ ও জনপদের অধিবাসীগণ এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই বিশাল ভূখণ্ডের জনসংখ্যা এসলামবিদ্বেষী ইউরোপী ভৌগোলিকগণ ১০ লক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মোহাদ্দেস আবুজারআ মাত্র ১লক্ষ ১৪ সহস্র বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মওলানা বলিতেছেন যে ইহা بالكل مبالغه অত্যুক্ত মাত্র !!

সাহাবা-জীবনী

মোসলমান ঐতিহাসিকগণ সমুদয় সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এব্নে সায়াদ, (১৮) এব্নে মান্দাহ, (১৯) আবুমুসা, (২০) আবুনঈম, (২১) এবনে আবদুল বার্, (২২) তাবারী, (২৩) এব্নে আসীর,

(১৭) تدريب الراوى তাদ্রীবুর রাবী, ২০৬ পৃঃ

(১৮) গ্রন্থের নাম الطبقات আততাবাকাত। ১২শ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১০ খণ্ড ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ১৩০৲।

(১৯), (২০) ও (২১) মুদ্রিত হয় নাই।

(২২) গ্রন্থের নাম الاستيعاب فى معرفة الاصحاب আলইস্তিয়াব ফি মারেফাতিল আসহাব, ২ খণ্ডে সমাপ্ত। হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১০৲।

(২৩) গ্রন্থের নাম : ১। الذيل المذيل আজজায়লুল মোজাইয়েল। তারিখে তাবারীর পরিশিষ্টরূপে মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে। তারিখ তাবারীতেও অনেক সাহাবীর আবস্থা বর্ণিত আছে। মূল্য ৩০৲। ২। الرياض النضرة অর্রেয়াজুন-নাজেরাহ। মিসরে মুদ্রিত। মূল্য ৩॥ টাকা।

www.ahlehadeethbd.org

(২৪) জাহাবী (২৫) এবং এব্‌নে হাজার (২৬) প্রভৃতি ইতিহাস লিখকগণ সাহাবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কেবল ধর্মগুরুর নহে, তাঁহার প্রায় ৯ সহস্র সহচরেরও সম্পূর্ণ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার দৃষ্টান্ত যদিও পৃথিবীতে একমাত্র এসলামের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সমুদয় সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। রসূলে করিম ইহলোকে থাকিতেই অনেক সাহাবী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। অসংখ্য সাহাবী যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দেশে অবস্থিতি করিয়াও অনেকে হাদিস রেওয়ায়েৎ করেন নাই। অনেকের জীবনী ঐতিহাসিকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। সাহাবা জীবনী সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলেও এই সকল কারণ পরম্পরায় আজ অনেক সাহাবীর অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় নাই।

—ক্রমশঃ

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে মাসিক আল-এসলাম ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে সংকলিত]

---

(২৪) গ্রন্থের নাম ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة ওসদুলগাবাহ।—৫ খণ্ডে, মিসরে মুদ্রিত। মূল্য ৬১৲।

(২৫) ১। طبقات الحفاظ তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ। ইউরোপ ও হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত। শেষোক্ত সংস্করণ ৪ খণ্ডে, মূল্য ৩০৲। ২। تجريد أسماء الصحابة তাজরীদু আসমায়েস সাহাবা, হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত। ২ খণ্ডে, মূল্য ২॥০।

(২৬) গ্রন্থের নাম : الإصابة في تمييز الصحابة- আল এসাবাহ্। কলিকাতা ও মিসরে মুদ্রিত। কলিকাতার সংস্করণ এখন দুর্লভ। মিসরের সংস্করণ ৪ খণ্ডে; মূল্য ১৮৲। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। যথা :—

كتاب الصحابة لابن حبان 'الاستيعاب لابن عمر النمري' كتاب العسكري ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

ইব্‌নে রুশ্‌দ

আবুল ওয়ালিদ কুনিয়াত (Metephoric রূপকালঙ্কারক নাম), হাফিদ উপাধি এবং আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন রুশদ নাম ছিল তদীয় বংশ স্পেনের বিখ্যাত ও উচ্চ বংশাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পিতামহ মোহাম্মদ বিন রুশদ ৪৫০ হিজরী—১০৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফেকাহ শাস্ত্রে (Jurisprudence) তিনি এরূপ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে কর্ডোভার কাজী-উল-কুজাত (প্রধান বিচারপতি) পদে বরিত হন। তাঁহার যশো-সৌরভে মুগ্ধ হইয়া বহু দূর হইতে লোকেরা ধর্ম সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে তাঁহার নিকট আগমন করিত। কর্ডোভা জামে মসজিদের ইমাম ইব্‌নে কোবান (?) তাঁহার প্রদত্ত মীমাংসাগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার একখণ্ড স্পেনের 'সান ফিক্টর' নামক মঠে ছিল এবং এক্ষণে উহা প্যারীর (Paris) বিখ্যাত পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। তিনি প্রায়শঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন। সুতরাং রাজাধিকরণেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই সময়ে মুসলমানগণের প্রতিদ্বন্দ্বী 'আল-ফনসু' প্রায় স্পেন আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং স্পেনে অবস্থিত খৃষ্টান প্রজাগণ তাহাকে সাহায্য করিলে সফলকাম হইবেন—কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বিন রুশদ ১১২৬ খৃষ্টাব্দে মরক্কো যাত্রা করেন এবং সুলতানের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বিদ্রোহী খৃষ্টানদিগকে দেশ-বিতাড়িত করিয়া আফ্রিকায় বাস করান হউক। সুলতান আগ্রহের সহিত উক্ত পরামর্শে সম্মতি প্রদান করেন এবং তদীয় আদেশে সহস্র সহস্র খৃষ্টান স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম ত্রিপলিতে বসতি স্থাপন করে। মোহাম্মদ বিন রুশদ ৫২০ হিজরী বা ১১২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মোহাম্মদ বিন রুশদের পুত্র আহমদ ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম লাভ করেন। স্বীয় ব্যক্তিগত যোগ্যতার সাহায্যে তিনি পিতৃস্থান অধিকার করেন, অর্থাৎ কর্ডোভার কাজী পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন ও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এমন এক পুত্র রত্ন রাখিয়া যান যাঁহার রচনাবলী এক্ষণে ইসলামের জ্ঞানগরীমার প্রধান কীর্তিরূপে পরিণত হইয়াছে।

বাল্যজীবন

ইবনে রুশদ ৫২০ হিজরী বা ১১১৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতামহের পরলোকপ্রাপ্তির ১ মাস পূর্বে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যার্জন পারিবারিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং প্রথমে স্বীয় পিতার নিকটেই শিক্ষা আরম্ভ হয়। মোয়াত্তা (موطا) হাদীস শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত পুস্তক। ইহার বিবরণদাতা (راوی) ইয়াহ্‌য়া সামুদী স্পেনের অধিবাসী ছিলেন এবং উল্লিখিত কারণে ঐ সকল প্রদেশে 'মোয়াত্তা' এরূপ সার্বজনীন সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, পুস্তকখানি সম্মান ও পবিত্রতায় কুরআন মজীদের পরবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই পুস্তক হইতে

www.ahlehadeethbd.org

ইবনে রুশদের শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বীয় পিতাকে শুনাইতেন।

হাফেজ আবুল কাসেম বিন বিশকোয়াল আবু মারওয়ান বিন মোসাররাত, আবু বকর বিন শামস, আবু জাফর বিন আবদুল আযীয ও আবদুল্লাহ মরজীর নিকটেও তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তিনি ফেকাহ শাস্ত্র হাফেজ আবু মোহাম্মদ বিন রজকের নিকট হইতে শিক্ষা করেন। তৎকালে আরবী সাহিত্য স্পেনের পাঠ্য তালিকায় অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হইত বলিয়া ইবনে রুশদ বিশেষ অধ্যবসায় ও অনুরাগ সহকারে ইহাতে বুৎপত্তি লাভ করেন। আবুল কাসেম বিন তালিশান বলেন যে, বিখ্যাত আবু তামাম ও মুতানাব্বিহ্ কাব্যদ্বয় তাঁহার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল ও কথোপকথনকালে অধিকাংশ সময়ে ঐ কাব্যদ্বয়ের কবিতাগুলি প্রবচন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন।

এই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পর তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী হন। এই সময়ে আবু জাফর বিন হারুণ তরজালী চিকিৎসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি এশবোনিয়ার অধিবাসী এবং সেই স্থানের ওমরা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) শিষ্য আবু বকর বিন আরাবীর নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন অর্জন করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচ্য মনীষীগণের গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত প্রকৃতি বিদ্যাতেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। এবং এই সকল কারণে সমসাময়িক সুলতান ইউসফ বিন আবদুল আযীযের দরবারে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আবু জাফর সমীপে ইবনে রুশদ বহুদিন যাবৎ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে তিনি আরও অনেকগুলি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, উহা যথাস্থানে সবিস্তার বর্ণিত হইবে।

স্পেনের শিক্ষা-সংবাদ ও ইবনে রুশদের দর্শন-অধ্যায়

আরবীয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, তৎকালে স্পেন দেশে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা প্রকাশ্য ও সাধারণ ভাবে অসম্ভব ছিল। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই দেশে ইবনে তোফেলের ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতগণের আবির্ভাব ঐতিহাসিক কারণ সমূহের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাগুক্ত কারণে আমরা প্রথমেই ইহার রহস্যোদ্ঘাটনে সচেষ্ট হইব।

স্পেন দেশীয় মুসলমানদিগের শিক্ষাজীবন পূর্ব প্রদেশাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। পূর্ব দেশাবলীতে আব্বাসীয় বংশ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়, বাগদাদ ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল। আব্বাসীয় শক্তি পারসিক ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের সমাবেশে গঠিত হয়। ঐ সময় পর্যন্ত বিজিত জাতি সমূহের সাহিত্য জীবিত ছিল। তাহাদিগের সমাবেশে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানগুলিও গোড়া হইতে দর্শন শাস্ত্রের সংমিশ্রণে আসিয়া পড়ে। ইসলাম ধর্মতত্ত্ববিদগণ যদিও বহুকাল যাবৎ নানা উপায়ে পৃথক থাকিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অবশেষে ধর্ম ও দর্শন এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় যে, ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলি দর্শন শাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়ায় হস্তপদাদি হইতে নখ-

www.ahlehadeethbd.org

গুলিকে পৃথক করার অনুরূপ হইল। কিন্তু তৎকালে স্পেনের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। স্পেন দেশে সম্পূর্ণ খাঁটি ও অবিমিশ্র রূপে ইসলামী শক্তি গঠিত হইয়াছিল—অর্থাৎ এই দেশে আরব ব্যতীত অন্য কোন জাতির প্রভাব আদৌ ছিল না। বিভিন্ন আরবীয় পরিবার এই স্থানে এত অধিক পরিমাণে বসতি লাভ করিয়াছিলেন যে, স্পেন হেজাজ ও নাজদের অংশরূপে পরিণত হইয়াছিল। বিজিত জাতির কোন সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না; আর দুই একখানি থাকিলেও তাহা এরূপ দুর্দশাপন্ন ছিল যে, বিজেতার সাহিত্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তাহার আদৌ ছিল না। মালেকীরা স্পেন দেশে আরবীয় হৃদয় ও মস্তিষ্কের দর্পণ স্বরূপ ছিলেন। উল্লিখিত কারণ সমূহে দেশের জনব যুব আরবীয় ভাবের সৃষ্টি ও আরবীয় ভাবের মধ্যে ধর্মভাবের সমাবেশ ও ধর্মভাবের মধ্যে কষ্ট সহিষ্ণুতা ও আড়ম্বরবিহীনতার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ফলতঃ এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, সর্ব সাধারণ কাহাকেও দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিলে, তাহাকে زنديق (১) বা অবিশ্বাসী আখ্যা প্রদান করিত এবং তাহার রসনা হইতে কোন স্বাধীনতামূলক (অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধীয়) বাক্য নিঃসৃত হইলে, রাজ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হইবার পূর্বেই তাহার চরম ব্যবস্থা করিয়া ফেলিত। আল্লামা মেক্কারী লিখিতেছেন :

كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة اطلقت عليه العامة اسم زنديق فان زل فى شبهة رجموه بالحجارة او حرقوه قبل ان يصل امر الى السلطان...
نفح الطيب

অর্থাৎ :—যখন ইহা বলা হইত যে, অমুক ব্যক্তি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; তখন সর্বসাধারণ তাহাকে জিন্দীক বা অবিশ্বাসী বলিতে আরম্ভ করিত। আর যদি কোন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তাহার পদস্খলন হইত, তাহা হইলে রাজসমীপে সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বেই হয় তাহাকে পাথর মারিত, না হয় আগুনে পোড়াইয়া ফেলিত।

এতৎসত্ত্বেও পূর্ব দেশাবলীর সহিত শিক্ষা সংক্রান্ত সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় শিক্ষার্থীগণ স্পেন হইতে ঐ সকল প্রদেশে গমন করিতেন এবং ঐ সকল স্থানের খ্যাতনামা মনীষীগণ সমাদর ও গুণগ্রাহিতার আশায় পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিতেন বলিয়া স্পেন ও মরক্কো দেশেও কখন কখন দর্শন শাস্ত্রের দীপ্তি প্রতিভাত হইতে দেখা যাইত। সর্বপ্রথমে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হইতে এই সকল অঞ্চলে এই রাক্ষসীর আবির্ভাব হয়। ইসহাক বিন ইমরান বাগদাদের বিন তাগলব নামক একজনের সময়ে (না সঙ্গে ?) আফ্রিকায় আগমন করিয়া সেই স্থানেই বসতি স্থাপন করেন। আল্লামা ইবনে আবি আসাবীয় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁহার কল্যাণে পশ্চিম দেশবাসিগণ দর্শন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হন।

---

(১) زنديق মূলতঃ زنديك হইতে গৃহীত। এই শব্দটির প্রকৃত ধাতুরূপ : زند+ی+ك জিন্দ পারসিক গুরু জরদশতের প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ی সম্বন্ধবাচক অব্যয় অর্থাৎ জিন্দ সম্বন্ধীয়, ك (Dimunitive) ন্যূনতাবাচক অব্যয়।... জিন্দিক শব্দের আভিধানিক অর্থ হইবে যে সকল হীন ব্যক্তি পারসিক গুরু জরদশতের জিন্দ নামক গ্রন্থের সম্বন্ধবদ্ধ বা আস্থাবান। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ অবিশ্বাসী ও বিধর্মী অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

ইসহাকের শিষ্য বিন সুলেমান এই সকল শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং মনো-বিজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি 'বুস্তানুল হিকমত' নামক একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। ন্যায় শাস্ত্রেও তাহার একখানি গ্রন্থ 'মাদখাল' নামে বর্তমান আছে।

কিন্তু এ যাবৎকাল এই সকল জ্ঞানবিজ্ঞান বাহিরে বাহিরেই অবস্থান করিতেছিল, অর্থাৎ খাস স্পেনের চতুঃসীমা ইহাদের প্রভাবে কলুষিত হয় নাই। কিন্তু যখন খলীফা হাকাম আল-মুস্তান-সির লি-দীনিল্লাহের শাসনকাল আসিল, তখন তিনি স্পেনকে সমস্ত জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভা-সিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি ৩৫০ হিজরী অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং এরূপ যোগ্যতা ও কৌশল সহকারে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মনোযোগ প্রদান করেন যে, তাঁহার যশোভাতির নিকট হারুন রশীদ ও মামুন রশীদের নাম পর্যন্ত কতকটা স্মৃতিলুপ্ত হইয়া পড়ে। যত দুর্লভ পুস্তক যে কোন স্থানে পাওয়া যায়, রাজ পুস্তকা-গারে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব দেশাবলীর প্রত্যেক স্থানে অনুচর ও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। যদিও তখন আব্বাসীয়া শক্তির জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন তপন প্রখর কিরণমালা বিস্তার করিতেছিল, তথাপি খলিফা হাকামের প্রতিদ্বন্দ্বি-তামূলক উচ্চাভিলাষের নিকট উহাকেও মস্তক অবনত করিতে হইল। যে সকল দুর্লভ পুস্তক পূর্বদেশে লিখিত হইত, সেগুলি বাগদাদ হইতে যাহাতে সর্ব প্রথম স্পেনে পৌঁছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কাজেই যখন এই সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, আল্লামা আবুল ফারাজ ইসফাহানি 'কিতাবুল আগানী' প্রণয়ন করিতেছেন তখন হাকামের অনুচরবৃন্দ পুস্তক সমাপ্ত হইবার পূর্বেই গ্রন্থকারের সমীপে সহস্র আশরাফী স্থাপন করিলেন যেন পুস্তকখানির প্রথম অনুলিপি স্পেনের রাজ পুস্তকাগারে নিমিত্ত সংরক্ষিত থাকে। এই সময় স্পেনের রাজস্ব খাতে আয় পাঁচ কোটিরও অধিক ছিল। কিন্তু এতৎসত্বেও ইহা হাকামের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত যথেষ্ট ছিল না। আল্লামা মেকরী লিখিতেছেন,

كان يستجلب المصنفات من الاقاليم
والنواحى حتى ضاقت عنها خزائنه
(نفح الطيب).

"তিনি সমগ্র দেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিতেন, শেষে এমন দশা হইল যে, রাজকোষ এই সকল ব্যয় আর সহ্য করিতে পারিল না।"

হাকাম কি প্রকার পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কল্পনা ইহা হইতেই করিতে পারা যায় যে, কেবল আরবী পদ্য কাব্যের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, ঐ সকলের নাম লিখিতেই নির্ঘণ্ট পুস্তিকার ৮০ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইত। সমস্ত পুস্তকের সংখ্যা আল্লামা মেকরী চারি লক্ষ নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সংখ্যার গৌরব আরও বর্ধিত হইবে যদি পাঠক ইহা বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুস্তক শুধু রাবিশ ও আবর্জনার স্তূপ ছিল না, বরং কেবলমাত্র দুর্লভ পুস্তকাবলী হইতে নির্বাচিত করা হইয়াছিল। কারণ হাকাম স্বয়ং একজন বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণ সমালোচক ছিলেন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, কদাচিৎ এমন দুই একখানি পুস্তক থাকিতে পারে—যাহা হাকামের অধ্যয়ন ও আলোচনার অন্তর্গত হয় নাই। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ পুস্তকে এরূপ বহু মূল্য ও অসাধারণ টীকা সন্নিবেশিত হইত যাহা হাকাম

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

বিশ্ব মানবতার দিক্ দিশারী মহানবী (দঃ)

বর্ত্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় চারি শত কোটিতে পৌঁছে গেছে। এই বৃদ্ধির গতি এখানেই স্তব্ধ নয়—জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং বাড়তে থাকবে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা মানব সমাজে বহু দুঃসমাধ্য সমস্যার সৃষ্টি করে চলছে। বাসস্থান সমস্যা, খাদ্য সমস্যা বস্ত্র সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, কর্ম্মসংস্থান সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, বিবাহ সমস্যা, শিশুদের পুষ্টি সমস্যা, জীবিকার সমস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্যা, যোগাযোগ সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক সমস্যা, দেশরক্ষা সমস্যা, প্রভৃতি শত-সহস্র সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এক কথায় সমস্যার শেষ নেই—অন্ত নেই। মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে তার অভাব-বোধ তত তীব্র হয়ে উঠছে। মানুষ সভ্যতার পথে—উন্নতির সোপানে যত এগিয়ে চলছে, তার সমস্যা তত বেড়ে চলেছে। নব নব সমস্যার উদ্ভব ঘটছে—এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং বহু সমস্যা অসমাধ্য থেকে যাচ্ছে। ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন অশান্তির অনলে পরিণত হচ্ছে।

আধুনিক মানুষ তার পূর্ব্ব পুরুষদের চাইতে বুদ্ধির অনুশীলনে অনেক বেশী অগ্রগামিতার দাবী-দার। রোগের আক্রমণ থেকে নিরাময়লাভ এবং অপুষ্টির দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য হাজারো প্রকরণের ঔষধ ও পন্থা সে আবিষ্কার করেছে। খাদ্য ও পানীয়ের বহু উন্নত সংস্করণ সে বের করেছে, পোশাক পরিচ্ছদের নিত্য নূতন ডিজাইন ও নব নব ফ্যাশন উদ্ভাবিত ক'রে ব্যবহারকারীদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে চলাচল ব্যবস্থায় এমন বিপ্লব সাধিত হয়েছে যে, এক বছরের পথ এখন মানুষ একদিনে অতিক্রম করতে পারছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে দুনিয়ার সমস্ত খবরাখবর পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার

ব্যতীত অন্য কাহারও লিখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারিত না। (১)

এই সময় পুস্তকাগারে দর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থ পূর্ব দেশ সমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ও এই সকল পুস্তকই দর্শনশাস্ত্রের প্রচার ও বিস্তার কল্পে সমধিক সাহায্য করিয়াছিল। (২) * —ক্রমশঃ

(১) এই সকলের বিশদ বিবরণ نفح الطيب ও প্রফেসার লিবানের "ইবনে রুশদ জীবনীতে" দ্রষ্টব্য।

(২) ابن ابى اصيبعة ترجمة ابو عبد الله الكتانى

* আল-ইসলাম: ৫ম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে! রেডিওর কল্যাণে জগতের বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে মনীষীদের বক্তৃতাভাষণ এবং কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গীতের সুর ধ্বনিও সে শুনতে পাচ্ছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দর্শন-ইন্দ্রিয়ও পরিতৃপ্ত হচ্ছে। ঘরে বসেই মানুষ কেবল পয়সা খরচ করতে পারলেই দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে অবস্থিত আপন-পর নির্বিশেষে যে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলার ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ লাভ করছে। দুরন্ত প্রকৃতি আজ তার বশে এসে গেছে, যে বিদ্যুতের চমকে সে হতো সন্ত্রাসিত সেই বিদ্যুতেরই নকল সংস্করণ আজ তার সেবা-দাসীতে পরিণত। মানুষ আজ পাখীর চাইতেও দ্রুতগতিতে আকাশ চিরে এক দেশ থেকে আর এক দেশ গমন করছে, অবশেষে সে অনন্ত মহাশূন্য রাজ্যেও তার বিজয় অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করছে। চাঁদের নিকটতম স্থান থেকে আজ সে ঘুরে এসেছে, আগামীকাল চাঁদের দেশে এবং পরশু অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে পদার্পণের দৃঢ় আশা সে পোষণ করছে।

কিন্তু এত ক'রেও কি মানুষ তার একান্ত কাম্য মানসিক শান্তির অধিকারী হতে পেরেছে? মানসিক শান্তির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে মনের সন্তোষ। কিন্তু কোথায় সে সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি? আজিকার মানুষ কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, অনেক পেয়েও সে পরিতৃপ্ত নয়। সে পেতে চায় ধনের উপর ধন, সুখের উপর সুখ, ঐশ্বর্য্যের উপর ঐশ্চর্য্য। অন্তহীন তার চাওয়া, তৃপ্তিহীন তার পাওয়া। ভোগের কামনা তার অদম্য, লোভ ও লালসার ঘোড়া তার বল্গাহারা। তার কামনা বাসনা আকাশস্পর্শী, মদ ও মাৎসর্যে সে অসংবৃত, হিংসা ও বিদ্বেষে সে অন্ধ। সে ভুলে গেছে তার সত্তার মৌল উপাদানকে, বিস্মৃত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির শাশ্বত বাণীকে। সে অস্বীকার করছে তার স্রষ্টাকে, উপহাস করছে বিশ্বনিয়ন্তাকে, বিদ্রূপ করছে ভাগ্যবিধাতাকে!

পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাস তার শিথিল হয়ে এসেছে, এ বিশ্বাসের উজ্জীবক ও প্রচারক মহাপুরুষদের সে উপেক্ষা করছে, কোন কোন মহল তাদেরকে ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করছে! ফলে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো শুকিয়ে মরছে, এক মানুষের মন থেকে অপর মানুষের প্রেম ও প্রীতি, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দূর হয়ে যাচ্ছে, দুর্ব্বল ও মজলুমের প্রতি মায়া ও মমতা, কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ব-চেতনা অন্তর্হিত হচ্ছে, অপরের সঙ্গে আচরণের সৌন্দর্য্য ও নিজের চরিত্রমাধুর্য্য বিদায় নিচ্ছে। ঔদার্য্য ও মহত্ব লোপ পাচ্ছে, ন্যায়-নীতি ও আদর্শনিষ্ঠা মন থেকে মুছে যাচ্ছে, জুলুম ও শোষণ বেড়ে চলেছে, অনাচার ও ব্যভিচার বিস্তারলাভ করছে, স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মানব-মনের এই অনিয়ন্ত্রিত অসংযত অবস্থা স্বাভাবিক নয়—সুস্থতার পরিচায়কও নয়। এ একটা ব্যাধি, মারাত্মক ও বহু সংক্রামক ব্যাধি। এ ব্যাধি আল্লার কাম্য নয়, এ ব্যাধি পূর্বেও দেখা দিয়েছে। এ ব্যাধির স্বাভাবিক চিকিৎসা এবং মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে নিজের তরফ থেকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসক প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রতি মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি কিতাব ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহীফা প্রেরণ করেছেন। এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণই ইসলামী শরীঅতের পরিভাষায় নবী ও রসূল নামে পরিচিত।

হজরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য নবী ও রসূল প্রেরিত হয়েছেন। সর্বশেষে সর্বদেশ ও সর্বযুগের জন্য আল্লার তরফ থেকে এ ধরার বুকে আগমন করলেন বিশ্বজগতের মূর্তিমান কল্যাণরূপে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)।

তাঁর নিকট অবতীর্ণ হল—মানব হৃদয়ের সর্বপ্রকার ব্যাধির ধন্বন্তরী মহৌষধ—মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী আল্-ফুরকান নামেও উহা অভিহিত। এই পবিত্রগ্রন্থে পূর্ববর্তী রসূল ও নবীদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা আল্লার প্রতি কর্তব্য ভুলে গিয়ে অথবা তাঁকে অস্বীকার করে তাগূতের পূজা করেছে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, তাদের ইতিবৃত্ত ও পরিণতি দুনিয়ার লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিকে সচেতন ও জাগ্রত এবং তৎপর করে তোলার জন্য আল্লার অনন্য কুদরতের বহু নিদর্শনের প্রতি চিন্তাশীল ও জাগ্রত-মস্তিস্ক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ভিতর রয়েছে শরীয়তের বহু হুকুম-আহ্কাম, আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনের নির্দেশ ও মূলগত নিয়ম—আর আছে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা, সুখে ও শান্তিতে ব্যাষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনযাপনের, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এবং মানুষের পারলৌকিক মুক্তি ও আল্লার সান্নিধ্য লাভের উপায়।

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) এই ঐশী গ্রন্থের শুধু বাহক ছিলেন না, মানুষের নিকট তিনি এর প্রতিটি কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যারা ছিল তখন অনুপস্থিত, যারা কিয়ামত কাল অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জন্মলাভ ও বসবাস করবে, তাদের নিকট আল্লার কালাম পৌঁছাবার দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মতের উপর ন্যস্ত ক'রে গেছেন। তিনি আল্লার নির্দেশ ক্রমে তাঁর সামনের লোকদের নিকট কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন, তাঁদের অন্তরের জমাট কালিমা কুরআনী ব্যবস্থানুসারে বিদূরীত করে তাদেরকে স্নাত, বিধৌত ও পাকপূত ক'রে তুলেছেন। আল্লাহ যেমনভাবে স্বয়ং অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে বুঝিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য সাহাবাগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের নির্দেশগুলোকে কি পদ্ধতিতে কার্য্যকরী করতে হবে তার হেকমতও তিনি বাৎলিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের জীবনে সে সব রূপায়িত করে তার বাস্তব দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন।

এজন্যই দেখতে পাওয়া যায় আল্লহ কুরআন মজিদে রসূলুল্লাহকে (দঃ) বিশ্ব মানবের জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ—সুন্দরতম নমুনারূপে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকেই সর্বতোভাবে অনুসরণ করার, তাঁর ছাঁচে জীবন গড়ে তোলার এবং প্রতি কর্মে ও প্রতি পদক্ষেপে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার নির্দেশ মানব জাতিকে প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে মুসলিম জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) সেই হাদীসটি উল্লেখযোগ্য যাতে তিনি রসূলুল্লার (দঃ) চরিত্র সম্বন্ধে এক জিজ্ঞাসাকারীর জওয়াবে বলেছিলেন :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তুমি কি কুরআন পাঠ করো নাই? রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে যদি তুমি অবহিত হতে চাও, তাহলে অভিনিবেশ, সহকারে কুরআন পাঠ কর।" রসূলুল্লাহ (দঃ) ছিলেন মূর্তিমান কুরআন। কুরআনকে তিনি স্বীয় জীবনে রূপ দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন জীবন্ত ও প্রাণবান, সচল ও সঞ্চরমান কুরআন।

কুরআনের অনুসরণ মানুষকে করতে হবে। এ জন্য মানুষেরই স্বভাবজাত, মানবীয় প্রকৃতির নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ, মানুষের বাসনা, কামনা দ্বারা সঞ্চালিত মানুষের এক মহত্তম প্রতিনিধিকে আল্লাহ সর্ব্বমানুষের আদর্শরূপে দাঁড় করিয়েছেন। নবী ও রসূল হয়েও তিনি ছিলেন রক্ত মাংসে গড়া একজন মানুষ, অতিমানব নন। পিতামাতার যৌন সংযোগে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় তাঁর জন্ম, অন্য যে কোন মানব শিশুর ন্যায় মাতৃ ও ধাত্রী স্তন্যে তিনি হন প্রতিপালিত, আরবীয় সমাজের অন্য বালকের ন্যায় তিনি পশু চড়ান, অন্য যুবকের ন্যায় নারীর পাণি-পীড়ন করেন, বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে যান, সংসার-ধর্ম্ম ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পালন করেন, অন্য যে কোন মানুষের ন্যায়ই তিনি ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করেন, পরিশ্রমে ক্লান্ত হন, রাত্রিতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

নবুওত লাভের পরও তাঁর এই মানবত্বের বাঁধন ছিন্ন হয় না, মানবীয় প্রয়োজন থেকে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন না। তিনি দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করেন। দিবস রজনীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়েন এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন করেন, রাত্রি জেগে জেগে এবাদত করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাও গ্রহণ করেন। আল্লার প্রিয় হাবিব এবং মনোনীত রসূল হয়েও তিনি অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় বিরোধীদলের নির্ম্মম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। তিনি স্বয়ং নিজের কাজ নিজে সম্পাদন করেন, নিজ সহধর্ম্মিণী এবং পরিবারের অন্যান্যের কাজে সহায়তা করেন। তিনি মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেও নিজেকে আইনের অওতাধীন রাখেন। তিনি নিজে পরিশ্রম করে রুজি-রোজগার করেন। তিনি প্রয়োজনের সময় জিহাদের মাঠে স্বয়ং যোগদান করেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য পরিচালিত ক'রে তিনি জয়ী হন, আবার কখনও শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হন। তিনি শাসনদণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করেন। বিচারের আসনে বসে তিনি ন্যায়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

এমনিভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানব জীবনের সর্বস্তরে বিচরণ ও পদক্ষেপের সুযোগ তিনি আল্লার তরফ থেকেই প্রাপ্ত হন এবং সর্বক্ষেত্রে অনাগত মনুষ্য-কুলের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ তিনি স্থাপন ক'রে যান। দুনিয়ায় যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থাতেই বিরাজ করুক, তার পদক্ষেপের পূর্বে সে চোখ খুলে তার পথের উপর লক্ষ্য করুক—সে দেখতে পাবে তার চলিতব্য পথের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রসূলুল্লার (দঃ) সুস্পষ্ট পদাঙ্ক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপনি পুত্র হন অথব পিতা, স্বামী হন অথবা সংসারের কর্ত, ব্যবসায়ী হন অথবা বিচারকের আসনে সমাসীন হন, আপনি উৎপীড়িত হন অথবা বিজয়ীর মাল্যে বিভূষিত হন, আপনি যুদ্ধের সেনাপতি হন অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধার পদে বরিত হন—অভাব ও দারিদ্রের চাপে আপনি জর্জ্জরিত হন, অথবা বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্তূপ আপনার পদ চুম্বন করুক—আপনি মানবাত্তর শ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত রসুলে মকবুলের জীবনী পঠ করুন, তার সমস্যার সমাধাম ও অবস্থার মুকাবিলার পদ্ধতি অবলোকন করুন। আপনি তার ফলিত জীবনাদর্শে বিস্মিত ও মুগ্ধ হবেন, তার বাস্তব কর্ম্মজীবন ও পবিত্র আচার-আচরণ থেকে আপনি উৎকৃষ্ট পথনির্দ্দেশ পেয়ে যাবেন। ব্যক্তি ও দাম্পত্য জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালনে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সকল প্রশ্নে আপনি যখন সমস্যায় ভারাক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন মহামানব ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) এর পাক জীবনের পূত আদর্শের পানে নিজেকে টেনে নিন, সেখানে দেখতে পাবেন এক অভ্রান্ত দিগদর্শন—এক শুভ্র সমুজ্জল নূরের মশাল। এ মশালকে সামনে রাখলে কোনদিন আপনার দিকভ্রম হবে না—মনজিল মকসুদে পৌঁছার রোজপথ থেকে কাস্মিনকালে আপনার বিচ্যুতি ঘটবে না, আপনি তাঁর অনুসৃত সরল সুদৃঢ় পথে চলে অভীষ্টস্থলে পৌঁছে যাবেন—আপনার মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সফল হবে, সার্থক হবে—আশরাফুল মাখলুকাতরূপে আপনার জীবন ধন্য হয়ে উঠবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীস এবং বিশ্বাসীর জীবনে ইহার স্থান *

মুখবন্ধ

বিশ্বাসী মু'মিন মুস'লমগণ সকলেই স্বীকার ও বিশ্ব'স করেন যে, ইসলামী শারী'আতে সকল বিধানের মূল উৎস হচ্ছে শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সঃ—এর উপর অবতীর্ণ কিতাব আ'ল্‌কুর্‌আনুল্‌ কারীম। তাঁরা সকলেই এ কথাও স্বীকার ও বিশ্বাস করেন যে, রাসূল সঃ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ এই আ'ল্‌কুর আনুল্‌ কারীমের আলোকে জীবন সংক্রান্ত সকল জিজ্ঞাসার উত্তর এবং সকল বিষয় সম্পর্কে বিধান দিয়াছেন। বিশ্বাসী মুমিনদের নিকটে কুরআন হচ্ছে যাবতীয় ইসলামী বিধানের উৎস মূল; আর রাসূল সঃ এর জীবন ধারা—তাঁর আদেশ নির্দেশ-উপদেশ-নিষেধমূলক বাণীসমূহ ও তাঁর কার্যাবলী হচ্ছে আলকুরআন মূল উৎসটির বাস্তব বিস্তারিত রূপ। এই হিসেবে সকল মুমিন মুসলিম রাসূলুল্লাহ সঃ এর আদেশ নিষেধমূলক বাণীকে এবং তাঁর কার্যাবলীকে ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় উৎসরূপে গ্রহণ করে থাকেন। রাসূল সঃ এর এই আদেশ-নিষেধ ও কার্যাবলীর বিবরণই ইসলামী শাস্ত্রে 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়। এখন এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করছি।

'হাদীস' শব্দের ভাষাগত অর্থ

হাদীস শব্দের ভাষাগত অর্থ হচ্ছে—'কথা' 'বিবরণ' ইত্যাদি। ভাষা হিসেবে এই শব্দটি কুর্‌আন মাজীদে চার অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

(এক) আল্লাহ তা'আলার কালাম তথা কুরআন মাজীদ অর্থে। সূরা ২৯ আয্‌যুমার (الزمر): ২৩ নং আয়াতে বলা হয়,

الله نزل احسن الحديث كتبا متشا بها

"আল্লাহ নাযল করলেন সর্বোত্তম বাণী একখানা মুতাশাবিহ কিতাব।" কুরআন মাজীদে আরো নয় স্থানে 'হাদীস' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন ৪ : ৭৮, ৮৭, ১৪০ ; ৬ : ৬৮ ; ৭ : ১৮৫ ; ১২ : ১১১ ; ১৮ : ৬ ; ৪৫ : ৬ ; ৫২ : ৩৪ ; ৫৩ : ৫৯ ; ৫৬ : ৮১ ; ৬৮ : ৪৪ ও ৭৭ : ৫০ আয়াতগুলো।

(দুই) নাবী মুহাম্মাদ সঃ এর বাণী অর্থে—সূরা ৬৬ : তৃতীয় আয়াতে।

(তিন) যে কোন ব্যক্তির কথা অর্থে ৪ : ৪২, ৭৮, ৮৭, ১৪০ ; ৬ : ৬৮ ; ৭ : ১৮৫ ; ৩১ : ৬ ; ৩৩ : ৫৩ ; ৪৫ : ৬ ও ৭৭ : ৫০ আয়াত সমূহে।

(চার) ঘটনার বিবরণ অর্থে—২০ : ৯ ; ৫১ : ২৪ ; ৭৯ : ১৫ ; ৮৫ : ১৭ ও ৮৮ : ১ আয়াত সমূহে।

পরিভাষা হিসেবে হাদীস শব্দটির তাৎপর্য :— 'হাদীস' পরিভাষাটির মূলতঃ তাৎপর্য হচ্ছে শেষ নাবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর যে সব নির্দেশাবলী ও যে সব কাজের বিবরণ লোক পরম্পরাক্রমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকট

* ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মিশনের উদ্যোগে নটরডেম কলেজে অনুষ্ঠিত 'হাদীস' সেমিনারে ২৬। ৬। ৬৯ তারিখে পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

এসে পৌঁছেছে সেই সব নির্দেশ-বাণী ও সেই সব কাজ। কোন্ কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ ও কাজ হাদীসের পর্যায়ে পড়ে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে তাঁর মিশন (Mission) ও কর্তব্যগুলোর দিকে,—তিনি যা যা প্রচার করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন সেই সবের দিকে। কাজেই তাঁর মিশনের বিবরণ দেয়া প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠে বলে প্রথমে সে সম্বন্ধ আলোচনা করছি।

শেষ নাবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূলের মিশন

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم • ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم • (سورة البقرة : ١٢٩)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্যতম পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের একটি দু'আ ও যাচ্নার উল্লেখ করেন। বলা হয়, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম এই বলে দু'আ করেন,

"হে আমাদের রাব্ব, আরও তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে তোমার রাসূল মনোনীত করিও। সে আমার বংশধরদের নিকট তোমার আয়াত ও শ্লোকগুলো প'ড়ে শোনাবে, তাদেরে শিক্ষা দেবে আল্-কিতাব ও আল্-হিকমাহ্ এবং তাদেরে বিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয় তুমিই প্রবল বিচক্ষণ।"

ইব্রাহীম আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের এই দু'আ আল্লাহ তা'আলা কুবূল ও মান্যূব করেন এবং কালক্রমে হযরত ইব্রাহীমের বংশ-ধরের মধ্য থেকে হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের প্রার্থিত, আকাঙ্ক্ষিত রাসূলরূপে মনোনীত করেন। এই দিকে ইংগিত ক'রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

وَسَأُخْبِرُكُمْ بِتَأْوِيلِ أَمْرِي : دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ •

আর আমি তোমাদেরে আমার নুবূওত সংক্রান্ত প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে বলি—আমি হচ্ছি ইব্রাহীমের দু'আর বাস্তব রূপ।

ইব্রাহীমের এই দু'আতে যে-রাসূলের জন্য প্রার্থনা জানান হয় সেই রাসূলের চারটি বিশেষণ এই দু'আর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রথম হচ্ছে, ঐ রাসূল লোকদেরে আল্লাহ তা'আলার আয়াত-গুলো প'ড়ে শোনাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, ঐ রাসূল তাদেরে আল্-কিতাব শিক্ষা দেবে। তৃতীয় হচ্ছে, সে তাদেরে আল্-হিক্মাহ্ শিক্ষা দেবে। চতুর্থ এই যে, ঐ রাসূল তাদের অন্তর ও স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ করবে। এই চারটি কর্তব্যই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর অর্পণ করেন। সূরাহ্ আল্-বাকারাহ : ১৫১ আয়াতে বলা হয়—

www.ahlehadeethbd.org

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ۝

"অনুরূপভাবে আমরা তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করলাম— সে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতগুলো পাঠ করে, তোমাদেরে বিশুদ্ধ করে এবং তোমাদেরে আল্ কিতাব ও আল্ হিক্মাহ্ শিক্ষা দেয়। আরও সে তোমাদেরে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।"

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই কর্তব্য ও দায়িত্বগুলোর উল্লেখ ক'রে সূরাহ আল্-'ইমরান : ১৬৪ আয়াতে অন্যভাবে বলা হয়—

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ۝

"আল্লাহ মুমিনদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল মনোনীত ক'রে তাদের প্রতি কৃপা করেছেন। ঐ রাসূল তাদের নিকট আল্লাহের আয়াতগুলো পাঠ ক'রে শোনায়, তাদেরে বিশুদ্ধ করে এবং তাদেরে আল্-কিতাব ও আল্-হিক্মাহ শিক্ষা দেয়। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই মিশনের কথা উল্লেখ ক'রে আবার সূরাহ আল্ জুমু'আহ : দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

"তিনি এমন জন অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূলরূপে মনোনীত করেন। ঐ রাসূল তাদের নিকট আল্লাহের আয়াতগুলো পাঠ ক'রে শোনায়, তাদেরে বিশুদ্ধ করে এবং তাদেরে আল্ কিতাব ও আল্ হিক্মাহ শিক্ষা দেয়। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"

এই আয়াতগুলোতে হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৌলিক দায়িত্ব, প্রধান কর্তব্য ও মিশনের কথা আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি। সেগুলো হ'চ্ছে (১) কুর্আন তিলাওত ক'রে লোককে শোনান; (২) লোককে শিক্ষা দেয়া (ক) কুর্আন ও (খ) হিক্মাহ্ এবং (৩) লোকের অন্তর ও স্বভাব চরিত্রকে বিশুদ্ধ করা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাইয়িদুল্ মুর্সালীন, খাতামুন্-নাবীঈন, রাহমাতুল্ লিল্ আলামীনের ওপর যে চারটি কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছিল তন্মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি।

কুরআন তিলাওত করার কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বলা হ'য়েছে। প্রথমতঃ রাসূল সঃ কুরআন তিলাওত করে লোকদেরে শোনান এই মর্মে ইতিপূর্বে যে চারটি আয়াতের উল্লেখ করা হ'য়েছে তা ছাড়া আরও ছয়টি আয়াতে এই ধরণের কথা বলা হয়। ঐ ছয়টি আয়াত হচ্ছে— ৬ : ১৫২, ১০ : ৬, ১০ : ১৬, ১৩ : ৩০, ২৭ : ৯২ ও ৬৫ : ১১। কাজেই এই শ্রেণীতে পড়ে মোট ১০টি আয়াত।

দ্বিতীয়তঃ ছয়টি আয়াতে কুরআন তিলাওত ক'রে লোকদেরে শোনাবার জন্য রাসূল সঃ-কে আদেশ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে— ৫ : ২৭, ৭ : ১৭৫, ১০ : ৭১, ১৮ : ২৭, ২৬ : ৬৯ ও ২৯ : ৪৫।

তৃতীয়তঃ পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমরা কুর্আন তিলাওত ক'রে রাসূলকে শোনাই।" ঐ আয়াতগুলো হচ্ছে—২ : ২৫২, ৩ : ৫৮, ৩ : ১০৮, ২৮ : ৩ ও ৪৫ : ৬।

চতুর্থতঃ চব্বিশটি আয়াতে বলা হয়, 'কুরআন তিলাওত করে তোমাদেরে শোনান হয়', 'তাকে শোনান হয়', বা তাদেরে শোনান হয়।[১] এ ভাবে ৪৫ স্থানে কুরআন তিলাওত ক'রে শোনাবার উল্লেখ থাকা ছাড়া আরও কতিপয় স্থানে তিলাওত ক'রে শোনাবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সব আয়াত থেকে তিলাওত করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

একদল লোক তিলাওত সম্পর্কে আপত্তি তুলে ব'লে থাকেন যে, অর্থ না বুঝে তোতা পাখীর মত কুরআন আবৃত্তি একেবারে অর্থহীন। এই ধরণের তিলাওতের কোনই সার্থকতা নেই। কাজেই তিলাওত করে সময় নষ্ট করা বেকুবের কাজ বৈ আর কিছুই নয়। যাঁরা এই ধরণের আপত্তি তোলেন তাঁদের প্রশ্নের জওয়াবে আমরা বলবো—

প্রথমতঃ কুরআন মাজীদে যেভাবে তিলাওতের উল্লেখ করা হয়েছে তাতেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খাঁটি মুসলিমেরা সন্দেহাতীতরূপে উপলব্ধি ক'রে থাকেন। কারণ তাঁদের কাছে কুরআন মজীদই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং কুরআনের যুক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, মূল বচন বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদে মূলের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে ওঠা অসম্ভব। মূল বচন বুঝি না বলে মূল বাদ দেওয়া হ'লে মূল বিলুপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই মূল রক্ষা করতে হ'লে তার তিলাওতের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তাই 'না বুঝে তিলাওতের' বিরুদ্ধে যাঁরা আওয়াজ তুলেছেন তাঁরা ইসলামের একনিষ্ঠ দরদী সেজে দুন্য়া থেকে কুরআনের বিলুপ্তির কারণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, কুরআন বিলুপ্ত হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون •

১। ৭টি আয়াতে বলা হয় কুর্আন তিলাওত করে 'তোমাদেরে শোনান হয়'—৩ : ১০১ ; ৪ : ১২৭ ; ৫ : ১ ; ২২ : ৩০ ; ২৩ : ৬, ১০৫ ও ৪৫ : ৩১।

১২টি আয়াতে বলা হয় 'তাদেরে শোনান হয়'—৮ : ২, ৩১ ; ১০ : ১৫ ; ১২ : ৭২ ; ১৭ : ১০৭ ; ১৯ : ৫৮, ৭৩ ; ২৮ : ৫৩ ; ২৯ : ৫১ ; ৩৪ : ৪৩ ; ৪৫ : ২৫ ও ৪৬ : ৭।

৪টি আয়াতে বলা হয় 'তাকে শোনান হয়' ৩১ : ৭ ; ৪৫ : ৮ ; ৬৮ : ১৫ ও ৮৩ : ১৩।

একটি আয়াতে বলা হয় উম্মুল-মুমিনীনদেরে প'ড়ে শোনান হয় ৩৩ : ৩৪।

www.ahlehadeethbd.org

ইহা নিশ্চিত যে, আমরাই আয্‌যিকর নাযিল করেছি, এবং ইহাও নিশ্চিত যে, আমরাই উহার রক্ষাকারী রয়েছি।—সূরা আল-হিজ্‌র : ৯ আয়াত।

তৃতীয়তঃ মানুষ স্বভাবতঃ তার কাজের পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা করে। এই পারিশ্রমিক নানা প্রকার রূপ ধারণ ক'রে থাকে। টাকা পয়সাই একমাত্র পারিশ্রমিক হয় না। বন্ধুর ভালবাসা লাভ অথবা শ্রদ্ধাভাজনের সন্তুষ্টিও পারিশ্রমিক হয়ে থাকে। সেইরূপ পুণ্য বা নেকীকেও শারী'আতে পারিশ্রমিক গণ্য করা হয়।

তারপর, রাসূল সঃ যখন বলেন যে, কুরআন মাজীদের এক একটি অক্ষর তিলাওতের পারিশ্রমিক হচ্ছে দশ দশটি পুণ্য বা নেকী তখন কেমন ক'রে বলা যায় যে, কুরআন তিলাওতের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না বলে তা অর্থহীন হ'তে বাধ্য? প্রত্যেক মুসলিম রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নুবুওতে অবশ্যই বিশ্বাসী হ'য়ে থাকে এবং তাঁর বাণীকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের বিচারেও বিশ্বাসী হয়ে থাকে। আখিরাতে একটি পুণ্যের অভাবে মুসলিম যখন জান্নাতে যেতে পারবে না তখন সে বুঝবে পুণ্যের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা। আখিরাতে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান মর্যাদা কিছুই কাজে আসবে না। সে দিন যা কাজে আসবে তা হবে একমাত্র পুণ্যই পুণ্য। সে দিনের পুণ্যের প্রয়োজনীয়তায় মুসলিমের যদি কণামাত্রও বিশ্বাস থাকে—আর আমরা নিশ্চিত যে, সে সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে—তা হলে মুসলিম কুর্‌আন তিলাওতে অবশ্যই অনুরাগী হবে।

সর্বশেষে একটি হাদীস বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران •

আয়িশা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্মানাহ ন্যায়নিষ্ঠ লেখক মালায়িকার পর্যায়ভুক্ত; আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ পাঠ তার পক্ষে কষ্টকর হয় তার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রয়েছে।

এখানে কুরআন তিলাওতের পুণ্য সম্পর্কে মাত্র দুটি হাদীস উল্লেখ করলাম। তিলাওত সম্পর্কিত বহু তথ্য হাদীসে থাকা স্বাভাবিক। এইভাবে ইসলামী শারী'আতে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

রাসূল সঃ-এর উপর অর্পিত দ্বিতীয় কর্তব্য 'কিতাব শিক্ষাদান'

কুর্‌আন মাজীদে বর্ণিত বিধানগুলো অনুধাবন করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, কুরআনে কেবলমাত্র মূল বিধান ও মূলনীতিগুলো বিধৃত করা হয়েছে, আর ঐ মূলনীতিগুলোর সবিস্তার বিশদ ব্যাখ্যা দান ও মূল বিধানগুলো সম্পর্কে বিবিধ রীতি-পদ্ধতি ও নিয়মাবলী রচনা ও প্রণয়ন করার ভার রাসূলুল্লাহ সঃ-এর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। মাত্র দুটো উদাহরণ দিয়ে আমার এই বক্তব্যটি পরিষ্কার করবো। একটি ধরুন সলাত। এই সলাতের আদেশ দিতে গিয়া اقيموا الصلوة 'সলাত কায়িম কর' ৮০ বারেরও বেশী বার বলা

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে ; কিন্তু এই সলাত কায়িম করার রীতি-পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কে বিবিধ নিয়মাবলী কুরআনে দেয়া হয় নাই। এগুলো রাসূলুল্লাহ সঃ নিজে সলাত কায়িম ক'রে সলাতকে বাস্তবায়িত ক'রে দেখিয়ে শিক্ষা দেন এবং মৌখিক নির্দেশও প্রয়োজনমত দিতে থাকেন। দৈনিক পাঁচ সময়ে সলাত কায়িম করা, এই পাঁচ সময়ের কোন্ সময় দুই, কোন্ সময় তিন এবং কোন্ সময় চার রাক্'আত সলাত কায়িম করতে হ'বে, কোন্ কোন্ সময়ে সব কয়টি রাক্'আতে নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওত করতে হ'বে, কোন্ সময়ে সব কয়টি রাক্'আতে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওত করতে হ'বে এবং কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ রাক্'আতে উচ্চস্বরে এবং কোন্ কোন্ রাক্'আতে নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওত করতে হ'বে এবং এই ধরণের আরো বিভিন্ন বিধান কুরআন থেকে জানা যায় না। এগুলো জানা যায় রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বাণী ও তাঁর কাজ থেকে। আবার যাকাত দেখুন ;

اٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত দান কর' এই আদেশটি স্পষ্টভাবে কুরআনে বহুবার দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী হলে যাকাত দান করা আদেশটি অবশ্য পালনীয় হবে তাও যেমন কুরআনে বলা হয় নি, তেমনি কি পরিমাণ ধনসম্পদ যাকাতরূপে দান করতে হবে তারও কোন উল্লেখ কুরআনে নেই। এই সব খুঁটিনাটি নিয়ম, ব্যবস্থা, প্রণালী ও প্রক্রিয়া রচনা করার ভার রাসূল সঃ-এর উপর অর্পিত হয়। ফল কথা, হাদীস হইতেছে কুরআনের সম্পূরক। হাদীস বাদ দিলে কুরআনকে বাস্তবে রূপায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

এই ভাবে রাসূল সঃ তাঁর তৃতীয় কর্তব্য হিকমাহ, শিক্ষা দান ও চতুর্থ কর্তব্য লোকদের অন্তর বিশুদ্ধকরণ পালন করতে গিয়ে যে সব উপদেশ দান করেন, যে সব উপায় অবলম্বন করেন এবং যে সব নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন তা একমাত্র হাদীস থেকেই বিশদভাবে জানা যায়।

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

কুরআন ও বাণীমূলক হাদীস উভয়ই রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মুখ-নিঃসৃত বাণী—উভয়ই সাহাবীগণ পান রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যবান থেকে। অনন্তর, রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর মুখ-নিঃসৃত যে বাণীগুলিকে নিজের বাণী ব'লে দাবী না করে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রাপ্ত অহ্ঈ ও আল্লার কালাম ব'লে ঘোষণা করেন সেই বচনগুলো কুরআন ব'লে গণ্য ও গৃহীত হয় ; আর তাঁর যে বচনগুলো সম্পর্কে তিনি ঐরূপ কোন ঘোষণা করেন নি, সেই বচনগুলো গৃহীত হয় হাদীস ব'লে। এ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে প্রথম পার্থক্য। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, যে বচনগুলোকে রাসূলুল্লাহ সঃ অহ্ঈ ও আল্লার কালাম ব'লে দাবী ও ঘোষণা করেন সেই বচনগুলো অহ্ঈযোগে পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর লেখকদের মধ্যে যাকে উপস্থিত পেতেন তাকে দিয়ে ঐ বচনগুলো লিপিবদ্ধ করে নিতেন আর ঐ বচনগুলো লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি সকল সাহাবীকেই দেয়া ছিল। পক্ষান্তরে, পাছে কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হ'য়ে গিয়ে, কুরআনের মধ্যে অ-কুরআন প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ সঃ সাহাবীদেরে কুরআন ছাড়া তাঁর অপর কোন বাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ ক'রে দেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বিশেষ ও স্পষ্ট অনুমতি না নি'য়ে কোন সাহাবীই কোনও হাদীস লিখে রাখতেন না। এইভাবে কুরআন প্রথম থেকেই মুখস্থ রাখার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাবেও প্রচারিত হ'তে থাকে। পক্ষান্তরে, উল্লিখিত আশংকামূলে হাদীস লেখা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে—যাবৎ ঐ আশংকা দূরীভূত হয় নাই—রাসূলুল্লাহ সঃ-এর হাদীসগুলো মৌখিক ভাবে প্রচারিত হ'তে থাকে। এ কথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর অফাতের পরে কোন কোন সাহাবী নিজ শ্রুত হাদীসগুলোকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং কোন হাদীসের বচন সম্পর্কে কোন সন্দেহ হলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্মারকলিপিগুলো দেখে সন্দেহ দূর করে নিতেন। কিন্তু তাই ব'লে কোন সাহাবীই তাঁর লিপি দেখে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন না। সাহাবীদের যুগ এই ভাবেই কেটে যায়। কেবলমাত্র মৌখিক ভাবেই হাদীস প্রচারিত হতে থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

তারপর হযরত 'উসমান রাঃ (মৃত্যু ৩৫ হিঃ) কুরআন মাজীদের সাত খানা প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং একখানা প্রতিলিপি মাদীনায় রেখে মাক্কা, বাহ্‌রাইন, কুফা, বাস্‌রা, য়ামান ও সিরিয়ায় একটি ক'রে প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেন। সাহাবীদের যুগ মোটামুটিভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দী মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কাজেই বিভিন্ন ইসলামী কেন্দ্রে হযরত 'উসমান রাঃ কুরআন মাজীদের প্রতিলিপিগুলো পাঠিয়ে দেবার পরে, সাহাবীদের যুগেই ৬০।৭০ বছরে ঐ প্রতিলিপি-গুলোর প্রতিলিপি, আবার সেগুলোর প্রতিলিপি—এমনি করে প্রতিলিপির প্রতিলিপি হ'তে হ'তে কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ প্রতিলিপিতে সমগ্র মুসলিম জগত এমন ভাবে ছেয়ে যায় যে, তখন কুরআনের মধ্যে সামান্য প্রক্ষেপও অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই তাবি'ঈদের যুগে 'হাদীস লিপিবদ্ধ না করার' মূল কারণ অপসৃত হওয়ার ফলে, তাবি'ঈগণ হাদীস বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত হন। তাবি'ঈ খালীফা 'উমার ইব্‌নু আবদুল 'আযীয (মৃঃ ১০১ হিঃ) খালীফা হ'য়ে আবূ বাক্‌র ইবনু হাযমকে লিখে পাঠান "রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যে সব হাদীস রয়েছে তা সন্ধান কর এবং তা লিখে রাখ।"—(বুখারী পৃঃ ২০ باب كيف يقبض العلم) অনেক তাবি'ঈ এই খালীফার অনুরোধে এবং অনেক তাবি'ঈ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হ'য়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবূ-বাকর ইবনু (মুহাম্মাদ ইব্‌নু 'আম্‌র ইব্‌নু) হাযম (১১৭), আয্‌যুহ্‌রী (১২৪), আর্‌-রাবী' ইব্‌নু স্বাবীহ (১৫০), আবদুল্ মালিক ইব্‌নু জুরাইজ (১৫০), সা'ঈদ ইব্‌নু আবূ'আরূবাহ (১৫৬), আল্-আওযা'ঈ (১৫৯), সুফ্‌য়ান সাওরী (১৬১) ও হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ ইব্‌নু দীনার (১৬৫)।

তারপর, তাবা'-তাবি'ঈদের যুগে যাঁরা কিতাব আকারে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে তিন ইমাম—ইমাম মালিক (১৭৯), ইমাম শাফি'ঈ (২০৪) ও ইমাম আহমাদ ইব্‌নু (মুহাম্মাদ ইবনু) হাম্‌বাল (২৪০) সুপ্রসিদ্ধ।

তাবা' তাবি'ঈনের পরেই আসে সিহাহ সিত্তার যুগ। যাহা হউক তাবি'ঈনের যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হলেও সিহাহ সিত্তার যুগ পর্যন্ত হাদীসের শিক্ষাদান মূলতঃ লোক পরম্পরাক্রমে মৌখিক ভাবেই চলতে থাকে। সিহাহ সিত্তার পরে লিখিত কিতাবযোগে হাদীসের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং আজ পর্যন্ত ঐ নিয়মেই হাদীসের শিক্ষাদান কাজ চলে আসছে।

হাদীসের বর্ণনা পদ্ধতি

হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি এই যে, হাদীস বর্ণনা-কারীকে হাদীসটি যে ব্যক্তি বলেছে তার নাম তাকে উল্লেখ করতে হবে। তারপর যে ব্যক্তি বলেছে সে আবার যার মুখে ঐ হাদীসটি শুনেছে তার নাম তাকে উল্লেখ করতে হবে। এমনি করে ঐ হাদীসটি বাণী মূলক হ'লে উহা রাসূলুল্লাহ সঃ পর্যন্ত আর ঘটনামূলক হ'লে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ সাহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসটি পেশ করছি। ইমাম বুখারী বলেন,

"আমাদের নিকট বর্ণনা করেন আল-হুমাইদী, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেন সুফ্‌য়ান, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেন য়াহ্‌য়া ইবনু সা'ঈদ আল্ আন্‌সারী, তিনি বলেন আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইব্‌রাহীম আত্-তাইমী জানান যে, তিনি 'আল্‌কামাহ ইব্‌নু অক্কাস আল্‌লাইসীকে বলিতে শোনেন যে, তিনি বলেন আমি 'উমার ইবনুল্ খাত্তাবকে মিম্‌বারের উপরে বলিতে শুনি, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছি···।"

হাদীস যমাম ইতিহাস

ইসলাম-পূর্ব যুগে কাগজের প্রচলন ও ব্যবহার ছিল নামে মাত্র। কাগজ তৈরী হোতোও খুব কম এবং তার মূল্যও ছিল সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। অধিকন্তু সে যুগে কদাচিৎ কোন লোক লিখতে পড়তে জানতো। এই সব কারণেও রাসূল সঃ-এর যুগে এবং সাহাবীদের আমলে একমাত্র কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অনন্তর কুরআন হাকীমে ও হাদীসে লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে তাবি'ঈদের যুগে মুসলিমগণ অপ্রত্যাশিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অত্যধিক সংখ্যায় লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে রাসূল সঃ এর বাণী ও কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ ক'রে সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তী- তাবা' তাবি'ঈন যুগেও হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। হাদীস বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় তাঁরা হাদীস সংগ্রহে ও লিপিবদ্ধ করণে এত তন্ময় থাকেন যে, তাঁদের অধিকাংশের পক্ষে অপর কোন দিকে মন দিবার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে, কোন কোন নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত (Unscrupulous) বর্ণনাকারী বেপরওয়াভাবে হাদীস বর্ণনা করেছে এবং করছে। ফলে, বহু হাদীস বিকৃত হয়ে বর্ণিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য হাদীস বাছাই ক'রে বের করে নেবার জন্য তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী, তাঁদের সততা, সত্যবাদিতা ধর্মপরায়ণতা, স্মৃতি এবং তাঁদের প্রামাণিকতা প্রভৃতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। এমনি ক'রে কালক্রমে তাবি'ঈ, তাবা তাবি'ঈ ও পরবর্তী যুগের বর্ণনাকারীদের ইতিহাস রচিত হয় এবং ঐ ইতিহাসকে ভিত্তি ক'রে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হ'তে থাকে। বস্তুতঃ, হাদীস গ্রন্থগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ মানের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ এবং এই হাদীস শাস্ত্রই প্রকৃত ইতিহাস শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে। তার পূর্বে ইতিহাস নামে যা কিছু প্রচার করা হোতো তা ছিল নামে মাত্র ইতিহাস। আসলে, তা মোটেই ইতিহাস পদবাচ্য হবার যোগ্য ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সে সব ছিল কাহিনী, কিংবদন্তী ও উপাখ্যান মাত্র।

ইতিহাসের অধিকাংশ উপাদানই হচ্ছে বর্ণনা-মূলক। মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি বস্তুমূলক উপাদানের সংখ্যা অতি সামান্য, নিতান্তই নগণ্য। তারপর, এই বর্ণনামূলক বিষয়গুলো কেবলমাত্র তখনই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে **সঙ্গতভাবে** গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে যখন ঐ বিষয় ব্যাপারগুলো সমকালীন লোকদের দ্বারা বর্ণিত হ'য়ে সত্যবাদী লোক পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসতে থাকে। এই কারণেই গ্রীক ও চীনা পর্যটকদের বিবৃত ব্যাপারগুলো পাক-ভারত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, ঐ পর্যটকেরা কি সত্য বিবরণ দিয়েছিলেন? তাঁদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কি?

যথা, **ইবনু বাত্তুতার ভ্রমণকাহিনীই** ধরুন। ইতিহাস শাস্ত্রে উহা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু হাদীসের বিশুদ্ধতা-বিচার পদ্ধতি অনুসারে ঐ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রামাণ্য ব'লে তখনই গৃহীত হবে যখন ইবনু বাত্তুতার সম-সাময়িক সত্যবাদী লোকের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে যে, ইবনু বাত্তুতা সত্যবাদী ছিলেন। হাদীস-বিচার শাস্ত্র অনুসারে পর্যটকদের বিবরণীকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ করা যায় না। কারণ পর্যটকেরা সাধারণতঃ তাদের বিবরণ চটকদার করার জন্য কিছু অসত্য ও ভিত্তিহীন কথা যোগ ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ ইবনু বাত্তুতার কোন কোন বিবরণী আমরা ভিত্তিহীন পেয়েছি।

হাদীস গ্রন্থ বনাম মুসলিমদের রচিত ইতিহাসগ্রন্থ

হাদীস গ্রন্থ ও মুসলিমদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ উভয়ের বর্ণনা পদ্ধতি একই ধরণের হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাদীস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হাদীস-গুলোর বর্ণনাকারীদের সত্যতা, সত্যবাদিতা ধর্মপরায়ণতা, স্মৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ফলে, ঐ হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা স্থির করার উপায়ও আছে এবং স্থির করাও হ'য়ে থাকে। পক্ষান্তরে, ইতিহাস গ্রন্থে যে সব বর্ণনাকারীর বিবৃতি সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে সেই বর্ণনাকারী-দের সকলের জীবনী সংগৃহীত করার ব্যবস্থাই করা হয় নি। ফলে ইতিহাসের বিবৃতিগুলো বিচার ক'রে শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই। এই কারণে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা পদ্ধতিতে যে সব ব্যাপার সন্নিবিষ্ট করেন হাদীস বিচার পদ্ধতিতে সেগুলো বিচার করতে গিয়ে সেগুলোর এক বিশাল অংশ অশুদ্ধ এবং প্রমাণে ব্যবহারের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়। হাদীস ও ইতিহাসের মধ্যে এই পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে, কোন ঘটনার ছিন্ন অংশটি পূর্ণ করার জন্য ঐতিহাসিকের আগ্রহের

www.ahlehadeethbd.org

আতিশয্য। যে কোন সূত্রে ঐ অংশটি পাওয়া মাত্র ঐতিহাসিক বিনা বিচারে তা গ্রহণ ক'রে গোঁজা মিল দেবার ব্যবস্থা করেন।

এই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দালীল প্রমাণ হিসেবে হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলো ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত এবং প্রমাণে অগ্রবর্তী।

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও এখানে একটা কথা বলতে হচ্ছে। তা এই, হাদীসবেত্তাগণ তাঁদের হাদীসগ্রন্থে যে পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, ফাকীহ বা বিধানবেত্তা, তাফসীরকার, ঐতিহাসিক এবং সূফীগণও তাঁদের গ্রন্থসমূহে ঐ পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রত্যেকটি হাদীসের গুণাগুণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য হ'লেও মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, মুহাদ্দিসগণ তাঁদের হাদীস গ্রন্থে যে সব হাদীস সন্নিবিষ্ট করেন সেগুলোর মান ও স্থান সবার উপরে। তারপর দ্বিতীয় মানের হাদীস হচ্ছে ফাকীহদের বর্ণিত হাদীস ; তৃতীয় মানের হচ্ছে ঐতিহাসিকদের বর্ণিত হাদীস। তারপর তাফসীরকারগণও ঐতিহাসিকদের ন্যায় মাঝে মাঝে গোঁজামিল দেন ব'লে তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো হচ্ছে চতুর্থ মানের। সর্বশেষে, সূফীগণ যেহেতু অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ হ'য়ে থাকেন এবং রাসূল সঃ-এর হাদীস ব'লে যাই শুনেন তাই কোন যাচাই বিচার না ক'রে তাঁরা বর্ণনা করে থাকেন এইজন্য সূফীদের বর্ণিত হাদীসগুলো হচ্ছে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে নিম্নতম মানের।

হাদীস বনাম ট্রাডিশান বা ঐতিহ্য

রাসূল সঃ-এর যে সব বাণী ও যে সব কাজের বিবরণ লোক পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে সেই সবকেই মূলতঃ হাদীস বলা হয়। আর ট্রাডিশান বলতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির পরম্পরাক্রমে বর্ণিত বাণী ও কাজকেই বুঝানো হয় না বরং 'কালক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা, রীতিনীতি চালচলন' প্রভৃতিকেও যেমন ট্রাডিশান ও ঐতিহ্য বলা হয়, তেমনি আবার 'কিংবদন্তী,' 'জনশ্রুতিকেও' ট্রাডিশান এবং ঐতিহ্য বলা হয়। কাজেই হাদীস সাধারণ ট্রাডিশান (General tradition) নয়। হাদীস হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার ট্রাডিশান'।

এ হোলো ভাষাগত পণ্ডিতসুলভ (Linguistic academic) আলোচনা। এখন ট্রাডিশান ও ঐতিহ্য এই বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ বা টার্মটির ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ট্রাডিশান ও ঐতিহ্য পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে, 'সমাজে কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি'। এটাই হচ্ছে এর বহুল ব্যবহৃত অর্থ –বরং এই পরিভাষাটি একমাত্র এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। বাস্তব ব্যবহার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি দ্বারা কখন কখন 'কিংবদন্তী' ও 'জনশ্রুতি' বুঝানো হয় বটে—যেমন ট্রাডিশানালিষ্ট (Traditionalist) বলে বুঝানো হয় 'কিংবদন্তীর অনুরাগী'—কিন্তু কস্মিনকালেও এই পরিভাষাটি কোন নির্দিষ্ট লোকের পরম্পরাগত বর্ণিত 'বাণী' বা 'কাজের বিবরণের' প্রতি প্রয়োগ করা হয় নাই এবং হয় না। 'শাখ্‌ত' এর মত ইসলামী শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিও 'ট্রাডিশান' পরিভাষাটিকে এই অর্থে ব্যবহার করেন নাই।

'ট্রাডিশান' পরিভাষাটির বাস্তব ব্যবহারিক অর্থ পরিষ্কার ও স্পষ্ট ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ইংল্যাণ্ডের আঈনের দিকে। অন্যান্য দেশের মত ইংল্যাণ্ডে কোন দিনই কোন আঈন পার্লামেণ্টে পাশ ক'রে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। অধিকাংশ লোক যথেষ্ট দীর্ঘ কাল ধ'রে যে ভাবে জীবন যাপন করতে থাকে এবং তার ফলে কালক্রমে সমাজের মধ্যে যে সব প্রথা, রীতিনীতি, চাল-চলন, আচার-বিচার ইত্যাদি গ'ড়ে ওঠে সেই সবই ইংল্যাণ্ডের আঈনে পরিণত হয়। এরই অর্থ হচ্ছে, 'ইংল্যাণ্ড ট্রাডিশান দ্বারা শাসিত হয়', অর্থাৎ সেখানকার যাবতীয় আঈন 'ট্রাডিশান' ভিত্তির ওপরে স্থাপিত। 'হাদীস' কিন্তু মোটেই তেমন কোন ট্রাডিশান নয়। কাজেই হাদীসকে ট্রাডিশান নাম দেয়া হ'লে লোকে স্বাভাবিকভাবেই হাদীসকে তথা ইসলামী আঈনের ভিত্তিকে ইংল্যাণ্ডের আঈনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভিত্তির অনুরূপ জ্ঞান ক'রে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত মত পোষণ করতে বাধ্য হবে। এই জন্যই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, হাদীসকে ট্রাডিশান বা ঐতিহ্য নামে আখ্যায়িত করা হ'লে হাদীসের প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে।

হাদীস সমূহের যাঁচাই বাছাই—হাদীস শাস্ত্রে জাল হাদীস ঢুকে পড়েছিল দুই সূত্রে। (এক) ইসলাম-বিরোধী পণ্ডিতেরা ইসলামকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বহু আজগুবি বিবরণ হাদীসরূপে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। (দুই) বহু অতি উৎসাহী মুসলিম নিজ কর্মধারা, নীতি ও মাযহাব চালু করার উদ্দেশ্যে বহু মনগড়া কথা রাসূল সঃ-এর নামে চালাবার চেষ্টা করে। হাদীস শাস্ত্রকে এই সব জঞ্জাল থেকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করবার জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান শাখা প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে বর্ণনাকারীদের জীবনী সংগ্রহের কথা পূর্বেই বলেছি। তা ছাড়া উসূলুল্-হাদীস বা হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক বহু শাস্ত্রও তাঁরা প্রবর্তন করেন এবং ঐ সব শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা প্রক্ষিপ্ত ও জাল হাদীসগুলো বের ক'রে ফেলেন—দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বাছাই ক'রে নির্দিষ্ট করে দেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন মুসলিমদেরে পুনঃ পুনঃ আদেশ করেন আল্লার আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আদেশ পালনের জন্য। আরো আল্লাহ তা'আলা তাদেরে জানান যে, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর জীবনধারা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আদর্শ। প্রত্যেক মুসলিম রাসূল সঃ-এর জীবনাদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠন করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। কাজেই হাদীস ছাড়া বিশ্বাসী মুমিনের গত্যন্তর নেই। এ থেকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মানুষের ধর্মরূপে নির্ধারিত করে রেখেছেন কাজেই রাসূল সঃ-এর জীবনযাত্রার প্রকৃত বিবরণও কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী থাকতে বাধ্য।

আমার এই মন্তব্যটি কারো কারো পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর হবে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিকোণ ও পরিবেশ। আমরা সকলেই এবং প্রায় প্রত্যেকেই দাবী করি নিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী হওয়ার। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা যে পরিবেশে গড়ে উঠেছেন তার উর্ধে ওঠা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমরা মুমিন মুসলিমেরা যেমন আমাদের নিজ নিজ মাযহাব ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পক্ষপাতিত্বের আতিশয্যে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা থেকে বিরত থাকি অথবা চিন্তা গবেষণা করতে গেলে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণকে কেন্দ্র ক'রে তেলীর বলদের মত চক্কর কাটতে থাকি; অমুসলিমেরাও সেইরূপ তাঁদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ইসলামের বিধান সমূহে কেবলমাত্র ছিদ্র অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সারা জীবন চিন্তা গবেষণা ক'রে চলেছেন। পরিতাপের বিষয় উভয় দলই নিজ পক্ষপাতমূলক গবেষণাকে নিরপেক্ষ গবেষণা ব'লে দাবী করতে কসুর করেন না। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি উভয় দল থেকেই সহস্র যোজন দূরে পড়ে রয়েছে।

প্রবন্ধ পাঠের পরে প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ ছিল। প্রশ্ন ও উত্তরগুলো সংক্ষেপে এই—

প্রশ্ন: আমাদের একদল বাইবেলের শব্দগুলোকে ঈশ্বরের মুখ নিসৃত বাণী ব'লে বিশ্বাস করেন। তাঁরা শুধু ভাবকেই নয়, বরং শব্দকেও ঈশ্বরের বাণী ব'লে জানেন। আপনাদের মতে কুরআনকে আল্লার কালাম বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর: আমরা বিশ্বাস করি এবং সম্ভবতঃ আপনারাও স্বীকার করবেন যে, ভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন ভাষার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর অন্তরে যে কোন ভাব উদয় করার ইচ্ছা করলেই সেই ভাব তাঁর অন্তরে উদিত হতো। তারপর তিনি ঐ ভাবটি নিজ ভাষায় প্রকাশ করতেন। কিন্তু কুরআনের বেলায় এর ব্যতিক্রম করা হতো। কুরআনের ভাব ও অর্থই শুধু তাঁর অন্তরে উদয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একটি চিঠি

সিমা
৩৯০, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রোড নং ২৭, ঢাকা-২
১১।৬।৬৯ ইং

জনাব স্বম্পাদক সাহেব !

আপনার কাগজ তর্জুমানুল হাদীসের সাময়িক প্রসংগে বেশ ভাল ভাল বিষয় আলোচনা করে থাকেন। এ রকম আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করি।

পঞ্চদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় যে ক'টি আলোচনা হয়েছে সবই উত্তম আলোচনা' বিশেষ করে নামের গুরুত্বটা আরো ভাল লাগল। দিন দিন আমাদের নাম রাখার কত অবনতি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

অনেক আলেম লোকের ছেলেদের নাম সাজ্জাদ হুসাইন, সাজ্জাদ ইউসুফ, গোলাম মহিয়ুদ্দিন, গোলাম গাউস, আসান উল্লাহ আরো কত কি। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে দেখি না সেই রকম আর কি !

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, "আমাদের দেশে পুরুষ লোকের নাম অনেকটা সীমার মধ্যে আছে কিন্তু স্ত্রীলোকদের উদ্ভট নামের সংখ্যা কম নয়।"

গ্রামে শতকরা ৮৫ জন বাস করেন। সেখানে কোন সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে মায়ের কোন হাত নেই। দাদা, চাচা, বাবা এরাই নাম রেখে থাকেন। ছেলেদের বেলায় তাঁরা নামের অর্থ ঠিক করেন, মেয়েদের বেলায় করেন না কেন? স্ত্রীলোকদের নাম কি স্ত্রীলোকেরা রেখেছেন না অন্য কেহ? এই উদ্ভট নামের জন্য কি মেয়েরা দায়ী না তারা দোষী।

আপনার মেয়েদের প্রতি এই তুচ্ছ মনোভাব সত্যই আমাকে খুব ব্যথিত করেছে।

আপনার পত্রিকার শুভ কামনা করি। সালামান্তে
ইতি মহযুবা হক।

করা হতো না; বরং উহার ভাষাও আল্লার তরফ থেকে আসতো। রাসুল সঃ আরবীভাষী ছিলেন ব'লে রাসূল ও তাঁর কাওমের প্রতি লক্ষ্য করে কুরআনের জন্য আরবী ভাষা অবলম্বন করা হয়, যেমন তাওরাত ও ইন্‌জীলের জন্য হযরত মূসা আঃ-এর ও হযরত ঈসা আঃ এর ভাষা অবলম্বন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আরাফাত পত্রিকার 'কুরআন' সংখ্যায় করেছি।

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রের পূর্বে ইতিহাস বলতে কিছু ছিল না। তবে সম্রাট আলেকজাণ্ডার ও সম্রাট জুলিয়াস সীজারের যে বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় তাকে কি ইতিহাস বলা যায় না?

উত্তর: ইতিহাসগ্রন্থে যাই বর্ণিত হ'য়েছে তার সব কিছুকেই ইতিহাসের প্রকৃত অর্থে (In the strict sense) ইতিহাস বলা যায় না।

প্রশ্ন: বাইবেলে তো ইতিহাস রয়েছে। যথা আদমের বিবরণ তাতে আছে। আরো বহু বিবরণ তাতে আছে। তবে আপনি ইতিহাস সম্বন্ধে যা দাবী করলেন তা কি ক'রে টিকে?

উত্তর: বাইবেল ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তাতে ইতিহাসের মত যে সব বিবরণ দেয়া হয়েছে তা ইতিহাসও নয় এবং ইতিহাস বর্ণনা [illegible] তার উদ্দেশ্য নয়। বাইবেল [illegible] ধর্মগ্রন্থ। তাই ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসীদেরে দৃঢ় ও অটল রাখার উদ্দেশ্যে অতীতের ধর্মসংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা তাতে সন্নিবেশ করা হয়েছে মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

নাম প্রসঙ্গ

তর্জুমানুল হাদীসের সপ্তম সংখ্যায় 'নাম রাখা' সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে একটি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রখানা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল। শ্রদ্ধেয়া পাঠিকা তাঁহার ঐ পত্রে সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি নাকি মেয়েদের নাম রাখা ব্যাপারে মাকে দায়ী করেছেন। তাঁহার এই অভিযোগ সঙ্গত হয় নাই। কারণ 'মেয়েদের নাম মা রাখেন' এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই। সম্পাদক বেশ জানেন যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই নাম কখন মাতার ইচ্ছামত, কখন পিতার ইচ্ছামত, কখন দাদা-দাদী বা নানা-নানীর ইচ্ছামত, কখন পিতা-মাতার গুরু, উসতাদ বা পীরের ইচ্ছামত আবার কখন পিতামাতার সহপাঠী বন্ধুবান্ধবের ইচ্ছামত রাখা হয়। বস্তুতঃ সম্পাদকের সাত মেয়ে ও পাঁচ ছেলের কাহারও নাম তাহাদের পিতা বা মাতা কেহই বাছাই করেন নাই। অপর যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম তাঁহাদেরই কাহারো না কাহারো বাছাই করা নাম রাখা হয়েছে। যাহা হউক, 'উদ্ভট নাম কে রাখেন? অথবা 'তাহার জন্য কে দায়ী?' তাহা সম্পাদক আলোচনা করিতে চান নাই। 'উদ্ভট নাম রাখা হয়' কেবলমাত্র এই সত্যটি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

ভাল কথা, শ্রদ্ধেয়া পত্র-লেখিকা মেয়েদের নাম সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতেছে তাঁহারই নামটিকে কেন্দ্র করিয়া। আজ কাল কোন কোন মহলে মেয়েদের নাম বিবাহের পরে বদলান হইতেছে। যেমন ধরুন, 'আহমাদ হুসাইন' তাঁহার মেয়ের নাম রাখিলেন 'সাজিদা হুসাইন'। তারপর ঐ মেয়ের বিবাহ হইল—ধরুন—'আবদুর রাহমান' এর সঙ্গে। তখন 'সাজিদা হুসাইন' বদলাইয়া 'সাজিদা রাহমান' হইয়া গেল। এই প্রকার নাম সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধেয়া পত্র লেখিকার ও অপর মাননীয়া পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের মতামত জানিবার পরে এই সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য ইন্‌শা আল্লাহ পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

নাম পরিবর্তন

অধুনা সংবাদপত্রসমূহে নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়। গর্হিত নাম বদলাইয়া সুন্দর নাম রাখার নযীর ইসলামে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তিন জন উম্মুল মু'মিনীনের পূর্ব নাম বাররাহ (برة) ছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাদের বার্‌রাহ নাম বদলাইয়া একজনের নাম জুওইরিয়াহ (جويرية) রাখেন এবং অপর দুই জনের নাম রাখেন যাইনাব। তাহা ছাড়া হযরত 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর এক কন্যার নাম ছিল 'আসিয়া (عاصية : অবাধ্য মহিলা)। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার নাম বদলাইয়া তাহার নাম দেন জামীলা (جميلة : সুন্দরী)। সাহীহ মুসলিম ২।২০৮।

পরবর্তী যুগে আলিমগণ তাঁহাদের নিজেদের ও অপরের নাম ত্রুটিযুক্ত পাইলে বরাবর বদলাইয়া আসিতেছেন। আমার এক উসতাদ বলেন, তাঁহার এক উসতাদ বলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন ইমামুদ্দীন বা দীনের ইমাম। তিনি ঐ নামে পরিচিত হওয়া অন্যায় জ্ঞানে নিজ নাম বদলাইয়া নাম রাখেন 'আবদুল হাদী'। আমার একজন উসতাদ আমাদের গ্রামের এক জনের নাম গোলাম হুসাইন বদলাইয়া গোলাম মান্নান এবং আর এক জনের নাম তিনকড়ি বদলাইয়া আবদুল্লাহ রাখেন। আমরা আপত্তিজনক নাম বদলাইয়া ভাল নাম রাখিবার দিকে পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবারের মত ক্ষান্ত হইলাম।

www.ahlehadeethbd.org

নীম হাকীম ও নীম মুল্লা—

ফারসীতে একটি শ্লোক প্রবাদরূপে প্রচলিত আছে। শ্লোকটি এই,

"নীম হাকীম খাতরা-এ জান
নীম মুল্লা খাতরা-এ ঈমান"

অর্থঃ আধা হাকীম জানের আপদ; আধ মুল্লা ঈমানের বিপদ। 'আধা হাকীম' বর্তমানে 'কোয়াক' বা 'হাতুড়ে ডাক্তার' নামে পরিচিত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ নীম হাকীমের বিরুদ্ধে প্রাণপণ আন্দোলন চালাইয়া শেষ পর্যন্ত সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সার্টিফিকেট বা সনদ প্রাপ্ত এবং সরকারের রেজেষ্টারীকৃত ডাক্তার, হাকীম ও কবিরাজ ছাড়া অপরের চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া আইনতঃ দণ্ডণীয় ঘোষণা করাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নীম মুল্লাদের ব্যবসায় সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ কোন উচ্চ বাচ্য করা দূরের কথা নিজেরাই নীম মুল্লা পর্যায়ভুক্ত হইয়া ইসলামী বিধান সম্বন্ধে সমানে ফতওয়া দিয়া চলিয়াছেন। সম্প্রতি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার চিঠিপত্র স্তম্ভে জুম্‌আর খুতবার ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলির কোন কোনটিতে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্বেও এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার প্রত্যেক মুসলিমেরই রহিয়াছে। কাজেই যাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞ আলিমদের নিকট হইতে উত্তরের আশা করা স্বাভাবিক এবং একটি পত্রে বায়তুল মুকাররাম মাসজিদের ইমামের নিকট হইতে জওয়াবের আশাও প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে এই পর্যন্ত কোন আলিমের কোন পত্র প্রকাশ হইতে দেখিলাম না। যাহা হউক এই সম্পর্কে এক জন পত্রলেখকের একটি পত্রে বলা হইয়াছে যে, 'জুম্‌আর খুতবা একমাত্র আরবী ভাষাতেই দিতে হইবে'। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "আমি স্বীকার করি, আমি কোন আলিমও নহি, কোন মুফতীও নহি" তাঁহার এই স্বীকারোক্তির সরল তাৎপর্য এই যে, তিনি এক জন নীম মুল্লা। তিনি যখন নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি কোন আলিম বা মুফতী নহেন তখন আবার ফতওয়া দিতে যান কেন? আফসোসের বিষয় এই যে, তিনি হানাফী মাযহাবে স্বীকৃত চারিটি দলীলের সহিত ইজতিহাদ নামে আর একটি পঞ্চম দালীল যোগ করিয়াছেন। তাহার উসূলুল ফিক্‌হ সম্বন্ধে এই নব বিধানের দিকে হানাফী আলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তিনি বলেন, "খুতবা যেহেতু সলাতুয্ যুহরের দুই রাক্‌আতের স্থলাভিষিক্ত (substitude), কাজেই সলাত যেমন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় সম্পাদিত হয় না সেইরূপ খুতবাও অন্য কোন ভাষায় দেওয়া চলিবে না। ইহা অত্যন্ত সরল লজিক (যুক্তি) আর কেহ যদি ইহাও বুঝিতে না পারে তবে তাহাকে কেহই বুঝাইতে পারিবে না।"

তাঁহার এই দম্ভোক্তিতে আমরা মোটেই আশ্চর্য বোধ করি নাই কারণ তিনি তো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি আলিম বা মুফতী কিছুই নন। এখন তাঁহার ঐ সরল লজিকটি অনুধাবন করিতেছি। তাঁহার ঐ সরল লজিকটি বিশ্লেষণ করিলে যে দুইটি প্রস্তাবের (premises) সন্ধান মিলে তাহা হইতেছে—(এক) যাহা কিছু কুরআন, হাদীস শর্তসিদ্ধ ইজমা ও শর্তসিদ্ধ কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহাই হানাফী মতে শারীআতের বিধান বলিয়া গৃহীত হইবে। (ইজতিহাদ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন উৎস হানাফীমতে নাই।) (দুই) খুতবা হইতেছে সলাতুয্ যুহরের দুই রাক্‌আতের স্থলাভিষিক্ত'। তাঁহার এই দ্বিতীয় প্রেমিসটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। কাজেই তাঁহার এই দ্বিতীয় প্রেমিসটির যথার্থতা অবশ্যই প্রমাণ করিয়া তাঁহার দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তাঁহার ঐ দাবীটি উক্ত চারিটি উৎসের কোনটির দ্বারা কী ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা তিনি দেখাইবার প্রয়াস পান নাই। এমত অবস্থায় তিনি নিজেই বিচার করিয়া দেখুন তাঁহার এই 'সরল লজিক' কতদূর সরল হইয়াছে।

তারপর তাঁহার ঐ দুই প্রেমিসের উপর স্থাপিত সিদ্ধান্তটির কথা! 'নামাযের স্থলাভিষিক্ত' বলিয়া কেহ যদি বলিয়া বসে যে, "কাজেই কিবলামুখী হইয়া হাত বাঁধিয়া খুতবা দিতে হইবে এবং খুতবাতে কুরআন তিলাওত ছাড়া আর কিছুই পড়া যাইবে না" তবে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত এই সরল লজিক অনুসারে অবশ্যই সঙ্গত হইতে হইবে। এবার তিনি চিন্তা করিয়া দেখুন তাঁহার ঐ সরল লজিক না বুঝিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে কি না। তাই কবি সত্যই বলিয়াছেন:

'নীম মুল্লা খাতরা-এ ঈমান'।

ইন্‌শা আল্লাহ তর্জুমানুল হাদীসের পরবর্তী কোন সংখ্যায় জুম্‌আর খুতবার ভাষা সম্বন্ধে আমরা সবিস্তার আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্ত স্বীকার, ১৯৬৯

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জানুয়ারী মাস

যিলা কুষ্টিয়া

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী

জমঈয়তে আহলে হাদীস সদর

দফতর, ঢাকা

১। মোহাঃ মনিরউদ্দিন শেখ সাং হিজলাকর পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ জামালউদ্দিন শেখ সাং মুলগ্রাম পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫৲ ৩। মৌঃ আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস সাং হিজলাকর পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫০৲ যাকাত ১০০৲ ৪। মোহাঃ মুমতাজ উদ্দিন প্রাং সাং ও পোঃ কুমারখালী যাকাত ২৫৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ মুসলেমউদ্দিন সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী যাকাত ১০০৲।

অফিসে প্রাপ্ত

৬। মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব সাং দুর্গাপুর পোঃ কুমারখালী যাকাত ২৫৲ ৭। দুর্গাপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস হইতে মারফত সেক্রেটারী মৌঃ আবদুছ ছামাদ পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৬০৲ ৮। আবদুল হাকীম সাং পাথরবাড়িয়া ফিৎরা ৫৲ ৯। আলহাজ মোহাঃ জহিরআলী সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী কুরবানী ৩২৲।

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১০। মোহাঃ আবদুল হাকীম ও মোহাঃ শামছুদ্দিন সাং নন্দলালপুর পোঃ কয়া ফিৎরা ৫৲।

যিলা পাবনা

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোঃ মিজানুর রহমান সাং মস্তোষা চরপাড়া পোঃ স্থল ফিৎরা ৫৲ ২। এম, এন, রহমান সউদী সাং ও পোঃ কাটেঙ্গা ফিৎরা ১০৲ ৩। মোঃ হাবিবুর রহমান সাং সাতলাঠি, পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া ফিৎরা ৪৯৲ ৪। মৌলভী আহসানুল্লাহ সিকদার সাং বারাকান্দি পোঃ বৈদ্যজামতৈল ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ জিন্নত আলী তালুকদার সাং হালুয়াকান্দি পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১৯'৭০ ৬। বোয়ালকান্দি জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ আবুল কাছেম সাং ও পোঃ চৌহালী ফিৎরা ৩৫৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী

জমঈয়ত সদর দফতর ঢাকা

৭। মোহাঃ আক্কাস আলী প্রাং সাং ব্রজনাথপুর ফিৎরা ৮৲ ৮। মোহাঃ বেলায়েত হোসেন প্রাং সাং বলরামপুর পোঃ পাবনা ফিৎরা ৩০৲ ৯। মোহাঃ আয়েজউদ্দিন প্রাং সাং কায়েমকোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০৲ ১০। মোহাঃ লোকমান ও আহেদ আলী প্রাং সাং রাঘবপুর ফিৎরা ২৬'১২ ১১। মোহাঃ ফয়েজ-উদ্দিন শেখ সাং খয়ের সুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ১২। মোহাঃ করমআলী খান সাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ১৩। মোহাঃ আধারী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৮'৭৫ ১৪। মোহাঃ হোসেন আলী

www.ahlehadeethbd.org

প্রাং সাং দোপকোলা পোঃ দোগাছী ফিংরা ২০৲ ১৫। মঙ্গল প্রমাণিকের সমাজ হইতে মারফত মোহাঃ নজির হোসেন সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিংরা ৩৫৲ ১৬। মোহঃ আবদুর রহমান খান সাং জহিরপুর পোঃ দোগাছী ফিংরা ১৭৲ ১৭। মোহাঃ নাসের আলী প্রাং ও মোহাঃ ফকির প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিংরা ১৫৲ ১৮। আলহাজ মৌঃ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিংরা ১৫৲ ১৯। মোহাঃ হারান আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিংরা ৪০৲ ২০। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিংরা ২৫৲ যাকাত ২০৲ ২১। মোহাঃ জোনাব আলী বিশ্বাস ঠিকানা ঐ ফিংরা ২৫৲ ২২। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন খান ঠিকানা ঐ ফিংরা ২০৲ ২৩। মোহাঃ আজর প্রাং সাং মাদার বাড়ী পোঃ দোগাছী ফিংরা ১২৲ ২৪। মোহাঃ আমির আলী ঠিকানা ঐ ফিংরা ৮৲ ২৫। মোহাঃ আবদুল বারী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিংরা ৭৲ ২৬। মোহাঃ আকবর আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিংরা ১৫৲ ২৭। হাজী মোহাঃ রবেশ আলী সাং ব্রজ্যনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিংরা ১০৲ ২৮। মৌঃ আকবর আলী খান সাহেবের জামাত হইতে মারফত মোহাঃ শাহাদত আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিংরা ৪০৲ ২৯। মোহাঃ বছিরউদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ ফিংরা ১৬৲ ৩০। মোহাঃ ইরাদ আলী প্রাং সাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিংরা ১০৲ ৩১। মোহাঃ গাধস আলী শেখ ঠিকানা ঐ ফিংরা ৬'১২ ৩২। আলহাজ মোহাঃ কফিলউদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিংরা ১০৲ ৩৩। মোহাঃ জহিরউদ্দিন প্রাং সাং বলরামপুর পোঃ পাবনা ফিংরা ৪০৲ ৩৪। মোহাঃ করম আলী বিশ্বাস সাং চর ভারারা পোঃ দোগাছী ফিংরা ৪৬'৫০ ৩৫। মোহাঃ চাঁদ আলী প্রাং সাং ও পোঃ দোগাছী ফিংরা ১৫৲ ৩৬। মোহা. বছিরউদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ ফিংরা ২৲ ৩৭। মোহাঃ জোনাব আলী প্রাং কুলনিয়া জামাত হইতে ফিংরা ৭০৲।

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে ও আফিসে প্রাপ্ত

১। মজহারুল ইসলাম হাসমারী কাছিকাটা ফিংরা ৫০৲ ২। মৌঃ আবুল কাসেম মোহাঃ আবদুল ওহাব পুরাণপুর, পোঃ ফেটগ্রাম ফিংরা ১৫৲ ৩। মোহাঃ রেফাতুল্লা মিঞা চাঁচকৈড় আহলেহাদীস মসজিদের পক্ষে ফিংরা ৪'৭০ ৪। মোহাঃ তছির উদ্দিন সরকার সাং কাজী ভাতুরিয়া পোঃ খোর্দ মোহনপুর ফিংরা ১০৲ ৫। মোঃ ইব্রাহিম মিঞা সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর ফিংরা ৫৲ এককালীন ৫৲ ৬। খন্দকার শমসের আলী সাং চক বুলাকী পোঃ রাধানগর ফিংরা ২৲ ৭। মোহাঃ ফারাতুল্লাহ ফৌজদার সরদার কালুপাড়া জামে মসজিদ পোঃ গোয়ালকান্দি ফিংরা ১০৲ ৮। মোঃ হুরমতুল্লা সরদার সাং ও পোঃ নন্দনালী ফিংরা ৩০৲ ৯। সেক্রেটারী, বালুটুঙ্গী ফুলবাড়ীয়া মাদ্রাসা পোঃ আলমপুর ফিংরা ১০৲ ১০। মওঃ মোহাঃ তাবারুকউল্লাহ সাং দস্তাম্রাবাদ পোঃ জয়পাড়া ফিংরা ৩০৲ ১১। মোহাঃ উসমান সরদার সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া ফিংরা ৩০৲ ১২। মোহাঃ ফযলুর রহমান কাশেমপুর হাই স্কুল পোঃ চৌহদ্দিটোলা ফিংরা ৩১'৪০ ১৩। মুন্সী মোহাঃ নঈমুদ্দীন শাহ সাং ও পোঃ ধোপাঘাটা ফিংরা ৪৲ ১৪। মোহাঃ হযরতুল্লাহ মৃধা সাং বামনকয়া পোঃ ভটখালী ফিংরা ১৭'১০ ১৫। মোহাঃ কমর উদ্দিন শাহ সাং পোণাভিটা পোঃ জাহানাবাদ ফিংরা ১০৲ ১৬। আবদুল হামীদ মিঞা সাং শিংমারা পোঃ গোছা ফিংরা ১৭'১০ ১৭। মওঃ এ, এ, আজহারী সাং বাহুড়িয়া পোঃ জামিরা ফিংরা ১০৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ নায়েব আলী সরদার সাং কোচুয়া পোঃ নন্দনালী ফিংরা ৪০৲ ১৯। মওঃ মোহাঃ সুজাউদ্দীন সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর এককালীন ৭৲ ২০। মুন্সী মোহাঃ হাসান আলী সাং কাজী ভাতুরিয়া পোঃ খোর্দ মোহনপুর ফিংরা ২০৲ ২১। মোহাঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ দেবীনগর ফিংরা ১০৲ ২২। মৌঃ মোহাঃ তমিজউদ্দিন সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়ালকান্দি ফিংরা

www.ahlehadeethbd.org

১৮'৫০ ২৩। মোহাঃ শাহাদতুল্লাহ প্রাং ২৲ ২৪। হাজী মোহাঃ খোসবর আলী ভাতুরিয়া জামাত হইতে ৯'৫০ ২৫। হাজী মোহাঃ শফিউদ্দিন প্রাং সাং গণ্ড গোহালী ফিৎরা ৩০৲

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব সদর দফতর জমঈয়তে আহলেহাদীস

২৬। মোহাঃ মনছুরুর রহমান সাং মুশিন্দা নদীপার জামাত হইতে মারফত মওঃ আমিরুল ইসলাম পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ২৫৲ ২৭। মুশিন্দা শিকার পাড়া জামাত হইতে মারফত দীন মোহাম্মদ সরদার পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ৪৫৲ ২৮। মোহাঃ মুসলিম আলী সরদার সাং মুশিন্দা চরপাড়া পোঃ কাছিকাটা এককালীন ১৲ ২৯। মুশিন্দা চরপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ কুদরতুল্লাহ সরদার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৬৲ ৩০। হাঁসমারী জামাত হইতে মারফত মোহাঃ হবিবর রহমান পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ২৫৲ ৩১। মুন্শী মোহাঃ এসহাক সাং মুশিন্দা মাঝপাড়া পোঃ চাঁচকৈর ফিৎরা ৫৲ ৩২। মওঃ মজহারুল ইসলাম সাঃ হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা উশর ৫৲।

যিলা বগুড়া

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ ডাঃ মোঃ কাশেম আলী গ্রাম শিচার পাড়া পোঃ ভেলুর পাড়া ফিৎরা ৩৬৲ ২। মোঃ দেলওয়ার হোসেন সাং পালিকাদোয়া পোঃ বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩। মোঃ আবদুস কাদের বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৭৲ ৪। মৌঃ আবদুল হক পূর্ব সৈয়দপুর পোঃ বরিয়াহাট ফিৎরা ৩৲ ৫। মোঃ মুমতাজুর রহমান পাইকার সাং ও পোঃ বেগুনী ফিৎরা ৫৲ ৬। মোঃ আবদুল মালেক সরকার সাং জয়ভোগা পোঃ বেগুনী ফিৎরা ৫৲ ৭। রঈছউদ্দিন মণ্ডল সাং ও পোঃ কালাই ফিৎরা ১০৲ ৮। মোঃ ইউনুছ আলী সরদার সাং ও পোঃ কালাই ফিৎরা ৫৲

অফিসে প্রাপ্ত

৯। মোঃ মোনসেফ আলী আনসারী কালাইহাটা জামে মসজিদ পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ৭৫৲ ১০। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার সাং দিঘলকান্দি পোঃ সারিয়াকান্দি ফিৎরা ১০৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ ফহিমউদ্দিন আখুন্দী হুয়াকুয়া ইলাকা জমঈয়ত হইতে ফিৎরা ৭৫৲ ১২। আলহাজ মোহাঃ মরেন উদ্দিন সাং খোর্দ বলাদী মধ্যপাড়া ও দক্ষিণ পাড়া পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ২৬'৫৫ ১৩। মোহাঃ করিম বখশ সাং মথুরা পাড়া উর্দু ইয়েঙ্গ বিদ্যালয় ফিৎরা ৫৲ ১৪। মোহাঃ আমিরউদ্দিন খান সাং দাশরা পোঃ ক্ষেৎলাল ফিৎরা ১২৲ ১৫। মওঃ মোহাঃ উসমান গণী শিক্ষক মোস্তফা-বিয়া মাদ্‌রাসা ফিৎরা ১১৲ ১৬। আবদুল কাইয়ুম সরকার সাং ভিটাপাড়া পোঃ কিচক ফিৎরা ২৲ ১৭। মোহাঃ মফিযউদ্দিন মণ্ডল সাং পলিকাদুয়া পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ২৲ ১৮। মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন আখন্দ সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৩৪'০৯ ১৯। আবদুল গফুর সাং দিগলকান্দী জামে মসজিদ পক্ষে ফিৎরা ৬'৭০ ২০। মৌঃ মোহাঃ তফাজ্জল হোসেণ সাং ও পোঃ জয়পুরহাট ফিৎরা ২০৲ ২১। মোহাঃ কাসেম আলী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা সাং বথরা পোঃ মোলামগাতীহাট ফিৎরা ৫৲ ২২। মোহাঃ দানেশ উদ্দিন সাং নগর পোঃ ডেমাজানি বিভিন্ন জামাতের আদায় ফিৎরা ৬২৲।

আদায় মারফত মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব জামালপুর, পোঃ জামালগঞ্জ

২৩। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার কুরবানী ৫৲ ২৪। মোহাঃ ফজরউদ্দিন মণ্ডল সাং জামালপুর পোষ্ট জামালগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ২৫। মোহাঃ আনছার আলী সরকার ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৬। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস মিঞা চকভিলা জামাত হইতে ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৭। আবুল হোসেন জামালগঞ্জ হাই স্কুল পোষ্ট জামালগঞ্জ যাকাত ৩৲ ২৮। দারাজ উদ্দিন সরকার ফিৎরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫৲ ২৯। মোহাঃ খায়বর আলী মণ্ডল বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৩৲ ৪০। আবুল হোসেন মণ্ডল ফিৎরা ২৲ ৩১। মোহাঃ উসমান মণ্ডল ফিৎরা ৫৲ ৩২। মৌঃ আবদুল লতিফ খোন্দকার কৃষ্ণনগর ফিৎরা ১৲ ৩৩। মোহাঃ শামছু উদ্দিন মণ্ডল ফিৎরা ১৲ ৩৪। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার ফিৎরা ৫৲ ৩৫। মাষ্টার আবুল হোসেন বানিয়াবাড়া ফিৎরা ৩৲ ৩৬। মুনশী মোহাঃ আযিম উদ্দিন মণ্ডল ফিৎরা ৬৲ কুরবানী ৫৲ ৩৭। মোহাঃ আনছার আলী সরদার ফিৎরা ২৲ ৩৮। মোহাঃ আকবর আলী ফিৎরা ২৲ ৩৯। হাজী মোহাঃ ফজর উদ্দিন দেওগাঁ জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ৪০। মোহাম্মদ আলী ফিৎরা ১৲ কুরবানী ১৲ ৪১। মোহাঃ নায়েব আলী সরকার কুরবানী ১০৲ ৪২। মোহাঃ শামছুদ্দিন কবিরাজ শাহাপুর কুরবানী ১৲ ৪৩। আবদুল কুদ্দুস মণ্ডল চকভিলা কুরবানী ১৲ ৪৪। মুনশী আবদুর রশিদ মণ্ডল কুরবানী ৪৲ ৪৫। মোহাঃ শাহজাহান আলী চকপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৭৲ ৪৬। মোহাঃ এসহাক আলী জিয়াপুর জামাত হইতে ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব সদর দফতর জমঈয়তে আহলেহাদীস

৪৭। মৌঃ মোহাঃ সাইফুল ইসলাম সাং দামগড়া পোষ্ট বুড়িগঞ্জ ফিতরা ১০৲ যাকাত ৫৲ ৪৮। আলহাজ মোহাঃ নইমুদ্দিন সাহানা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৪৯। মোহাঃ ইমারুদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৫০। মৌঃ মোহাঃ মন্নেজ উদ্দিন সুতরাপুর যাকাত ৫০৲

আদায় মারফত আলহাজ মুনশী মোহাঃ আব্বাছ আলী সাহেব ফুলকোট, ডেমাজানী

৫১। আলহাজ সামাদ আলী ফিতরা ১০৲ ৫২। নগর রায়পুর জামাত হইতে ফিতরা ১০৲।

যিলা রংপুর

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মনছের আলী মোল্লা সাং চর বুটের বাড়ী পোষ্ট হাট শেরপুর ফিতরা ১৲ ২। সেক্রেটারী মহিমাগঞ্জ জামে মসজিদ পোষ্ট মহিমাগঞ্জ ফিতরা ১০৲ ৩। মোহাঃ তছির উদ্দিন সাং ও পোষ্ট ধর্মপুর ফিতরা ২০৲ ৪। সেক্রেটারী চাপাদহ আহলেহাদীস ছাত্র পরিষদ সাং চাপাদহ পোঃ কুপতলা এককালীন ১৯'৫০ ৫। আলহাজ মোহাঃ ইউসুফ উদ্দিন সাং বাঙ্গাবাড়ী মসজিদ কমিটী হইতে পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিতরা ৫৲ ৬। আলহাজ নজল হোসেন মণ্ডল সাং রামদেব জামাত হইতে পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ২২৲ ৭। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সরকার সাং ভোগদাবুড়ি পাটওয়ারী পাড়া পোঃ চিলাহাটী ফিৎরা ১০৲ ৮। মোহাঃ আমির হোসেন মোল্লা সাং শাহবাজ মোল্লা পাড়া পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ১১'৪০ ৯। মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ১২'২০ ১০। মৌঃ মোহাঃ শামছুল হক সাং রাখালবুরুজ পোঃ কাজলা ফিৎরা ২৲ ১১। হাজী মোহাঃ আমানতুল্লাহ কবিরাজ সাহেব সাং সমস পোঃ ধরমপুর ফিৎরা ২৫৲ ১২। মোহাঃ এবারত আলী আখন্দ শীবপুর পোঃ সর্দারহাট ফিৎরা ১০৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক সাহেব সাং চাপাদহ পোঃ কুপতলা

১৩। চাপাদহ জামাত হইতে পোঃ কুপতলা ফিৎরা ১৭৩'৬৪ ১৪। কুপতলা জামাত হইতে ফিৎরা ১০০৲ ১৫। খোলাহাটী জামাত হইতে ফিৎরা ৫৫৲ ১৬। পুটীমারী জামাত হইতে ফিৎরা ৫০৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ খেতাবউদ্দিন বসুনিয়া বি, এ, সাহেব খামার মনিরাম

১৭। গোলাম মাহমুদ সাং গোপালচরণ পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ৮৲ ১৮। মোহাঃ বছির উদ্দিন মুন্সী সাং মনিরামকাজী ফিৎরা ২৲ ১৯। মোহাঃ বনিজউদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২০। মোহাঃ এসহাক উদ্দিন সাং সোনারাই ফিৎরা ১৫৲ ২১। মোহাঃ আনেষ উদ্দিন সাং বালাটারী ফিৎরা ২৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডারযোগে ও আফিসে প্রাপ্ত

১। ছিদ্দিক হোসেন প্রধান, প্রধানপাড়া পোঃ সাতমেরা ফিৎরা ১৪৲ ২। শাহ মোহাঃ ইউসুফ চেয়ারম্যান বিরল, ইউ. সি. কালিতলা ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ শামছুউদ্দিন আহমদ বালুবাড়ী. ফিৎরা ৩৲ ৪। মোহাঃ ইউসুফ আলী এম, এন, এ কালিতলা অন্যান্য ২৲ ৫। সাইফুল হোসেন মিঞাপাড়া ফিৎরা ২৲ ৬। মঈনউদ্দিন আহমদ পাহাড়পুর ফিৎরা ৩৲ ৭। আবদুর রশিদ চৌধুরী ফিৎরা ২৲ ৮। আকবর আলী ফিৎরা ১৲ ২। এ, কে এম, বশিরউল্লা পাহাড়পুর ফিৎরা ১৲ আমির মিঞা ফিৎরা ২৲ ১০। আসগর আলী খোদপাড়া ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ শামছুল ইসলাম ঘোষপাড়া ফিৎরা ২৲ ১২। নূর মোহাম্মদ আনসারী বাহাদুর বাজার ফিৎরা ১৲ ১৩। আবদুন নূর ষষ্টিতলা ফিৎরা ১৲ ১৪। আনওয়ারুল কাদির এডভোকেট গোলকুঠি ফিৎরা ১৲ ১৫। লুৎফর রহমান মুনশীপাড়া ফিৎরা ১৲ ১৬। ওয়াযেদুল ইসলাম বালুয়াডাঙ্গা ফিৎরা ১৲ ১৭। নূরুল আলম পাহাড়পুর ফিৎরা ১৲ ১৮। মৌঃ মোহাঃ রমযান আলী এম, এম, আর সাং ও পোঃ সনগাঁও ফিৎরা ৫৲ ১৯। জসিমউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ফিৎরা ২৲ ২০। জামসেদ আলী মুন্সীপাড়া ফিৎরা ১৲ ২১। আবদুস সামাদ কালিতলা ফিৎরা ১৲ ২২। আফতাবউদ্দিন কালিতলা ফিৎরা ১৲ ২৩। মোহাঃ সাঈদ মিঞা ক্ষেতুপাড়া ফিৎরা ২৲ ২৪। ডাঃ টি সরকার কালিতলা ফিৎরা ২৲ ২৫। ইউসুফ আলী ফিৎরা ২'৫০ ২৬। মোহাঃ ইয়াকুব ফিৎরা ১৲ ২৭। ডাঃ তমিজউদ্দিন আহমদ সাং সাতাঈল পোঃ মেহেরপুর এককালীন ১৲।

যিলা কুমিল্লা

অফিসে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ সিরাজুল হক রাধানগর পোঃ হোমনা ফিৎরা ২৲ ২। মোহাঃ আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ আবদুল করিম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৪। মোহাঃ শাহ আলম ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৫। মোহাঃ জোবেদ আলী মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲।

যিলা খুলনা

১। ডাঃ মোহাঃ কেয়ামউদ্দিন সাং শাহপুর পোঃ হরিহরনগর ফিৎরা ৫৲ ২। আবদুল জব্বার শেখ সাং কালাবাড়ী পোঃ নলিয়ান ফিৎরা ১১'৭০।

যিলা ফরিদপুর

১। আলহাজ মোহাঃ লুৎফর রহমান বহালতলী পোঃ কে ডি গোপালপুর ফিৎরা ২০'৫৬ ২। মোহাঃ আবদুল জলিল সাং ও পোঃ পাংসা যাকাত ১০০৲ ৩। মোহাঃ আবদুল কাদের মিঞা সাং বড় গোপালদি পোঃ রাইপুর ফিৎরা ৫৲ ৪। সেক্রেটারী বর্ধাপার শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস পোঃ হিরণ ফিৎরা ১০৲।

যিলা সিলহেট

১। মওঃ মোহাম্মদ আলী জৈন্তিয়া আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ সাং গাছবাড়ী পোঃ বাঁসবাড়ী।

করাচী

১। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ জমশেদ হোসেন ৫১/৫ এফ জ্যাকব লাইন ফিৎরা ৩৲ ২। মোহা আবু শামা ফিৎরা ৩৲।

জানুয়ারী মাস—১৯৬৯

যিলা ঢাকা

মাদরাসাতুল হাদীস ফাণ্ডে প্রাপ্ত চাঁদার প্রাপ্তি স্বীকার

১। মোহাঃ হাফীযুল্লাহ মিঞা c/o মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা ৭৯ কাযী আলাউদ্দিন রোড (আগা নওয়াব দেউড়ী) যাকাত ১০০৲ ২। সিদ্দীকী সাহেব ঢাকা বিশ্ব-

www.ahlehadeethbd.org

বিদ্যালয় ঈদগাহের মাঠে প্রাপ্ত ১০৲ ৩। মোহাঃ আবদুর রউফ ৭/১ আগা মসিহ লেন একুকালীন ২০৲ ৪। মোহাঃ আশরাফুদ্দীন ভুইয়া সাং উত্তরপুর পোঃ আজমপুর ফিংরা ২০৲ ৫। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ ফিংরা ২০৲ ৬। আবদুস সামাদ ভূইয়া ঠিকানা ঐ ফিংরা ২৫৲ ৭। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাউসাইদ পোঃ ঐ ফিংরা ৫৲ ৮। হাজী আহমাদ আলী ভুইয়া ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ৯। হাফিয মোহাঃ ওমর ইমাম বংশাল বড় মসজিদ যাকাত ১২৲ ১০। মোহাঃ সলিম উদ্দিন ১০৫ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫০৲ ১১। ডাঃ মোহাঃ আবদুস শকুর ৬১নং আযিমপুর রোড যাকাত ১০৲ ১২। মোহাঃ আলীমুল্লাহ মিঞা সিক্কাটুলি যাকাত ১০৲ ১৩। মোহাঃ আলাউদ্দিন মিঞা ৬৩নং বংশাল রোড ফিৎরা ৭'২৫ ১৪। মোহাঃ মঈন উদ্দিন মিঞা কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২০৲ ১৫। হাজী মোহাঃ ইসমাঈল এ্যাণ্ড সন্স ৩নং মিটফোর্ড রোড যাকাত ৫০৲ ১৬। আহমাদ আলী নওয়াবপুর রোড যাকাত ১৫৲ ১৭। মওঃ শামছুল হক সলফী ২০নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ১৮। আবদুস সালাম এ্যাণ্ড সন্স ১৭/৩ বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ১৯। আলহাজ্জ মোহাঃ আতিকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী হাজী আবদুর রশিদ লেন (বংশাল) যাকাত ২৫৲ ২০। মোহাঃ শরিফ মিঞা আগা ছাদেক রোড যাকাত ২০৲ ২১। মরহুম আবদুল হক বেপারী সাহেবের পক্ষে আলহাজ্জ মোহাঃ আবদুর রউফ যাকাত ৩০০৲ ২২। আবদুল হামীদ বেপারী ৬৫নং নাজিরা বাজার যাকাত ৫৲ ২৩। আবদুল হাদী বেপারী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৫৲ ২৪। আবুবকর বেপারী ৩২নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ২৫। মোহাঃ আবদুর রহমান ৫৬/৫৭, নওয়াবপুর রোড যাকাত ১০০৲ ২৬। আবদুল আজিজ মিঞা ১৯২ বংশাল রোড (মালিবাগ) যাকাত ২০৲ ২৭। মৌঃ মোহাঃ শামসুল হুদা ৯নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০০৲ ২৮। আবদুস সবুর মিঞা ১৮০নং বংশাল রোড যাকাত ৫৲ ২৯। মোহাঃ ফারুক লেদার মার্চেন্ট ২১৩নং বংশাল রোড যাকাত ৩০৲ ৩০। মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক বেপারী ১৩নং আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ৩১। মোহাঃ আকমল খান ৬৬নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ১০৲ ৩২। হাজী মোহাঃ মুখলেসুর রহমান ৫৪নং বংশাল রোড (মালিবাগ) যাকাত ১০০৲ ৩৩। মোহাঃ ইলিয়াস মিঞা বি, এ ১১/১ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ৩৪। মোহাঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ৩৫। হাজী মোহাঃ মজহারুল হক ২০নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ৩৬। কাযী মুজিবুর রহমান ৭৩ নং মালিটোলা রোড যাকাত ১০৲ ৩৭। মোহাঃ আশরাফউদ্দিন মিঞা ১৯ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫০৲ ৩৮। হাজী মোহাঃ রফি পোস্তা যাকাত ২০০৲ ৩৯। আবদুর রশিদ বেপারী ৮ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০০৲ ৪০। হাজী মাহবুব এলাহী মারফত এলাহী ন্যাশন্যাল টেনারী যাকাত ১০০৲ ৪১। মোহাঃ মহিববুর রহমান কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ৪২। আবদুল হাকীম ১৪/২ কাযী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৩৲ ৪৩। হাজী মোহাঃ ছমির উদ্দিন, হাজী আবদুর রশিদ লেন যাকাত ১০৲ ৪৪। হাজী মোহাঃ ফযলে রব নাজিরা বাজার ৫৲ ৪৫। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিঞা ১০২ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫৲ ৪৬। মোহাঃ ইদু মিঞা ৮৩ নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ৪৭। আলহাজ আবদুর রহিম ৪২/১ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২৫৲ ৪৮। আবদুল মান্নান, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১৫৲ ৪৯। হাজী আবদুর রহমান মিঞা নওয়াব ইউসুফ রোড যাকাত ১৫৲ ৫০। মোহাঃ জাবের ৫৩ নং ইংলিশ রোড যাকাত ২০৲ ৫১। হাজী মোহাঃ জালেমুস এ্যাণ্ড সন্স ২৮/২৯ ফ্রেস রোড যাকাত ৫০৲ ৫২। মোহাঃ আহসানুল্লাহ স্বর্ণকার ৩৯ নং সিদ্দিক বাজার লেন যাকাত ১০৲ ৫৩। মোহাঃ আতীকুল্লাহ উস্তাগর ৮৩ নং হাজী উসমান গণী রোড যাকাত ৫৲ ৫৪। মোহাঃ মনজুরুর রহমান ২৬নং কাযী আলাউদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

রোড যাকাত ৫৲ ৫৫। আবদুস সালাম এ্যাণ্ড সন্স মারফত আবদুর রহমান মিঞা ২৯নং নওয়াব ইউসুফ রোড যাকাত ২০৲ ৫৬। আবদুল হামীদ মিঞা ১৯/১০ নওয়াব ইউসুফ মার্কেট যাকাত ১০৲ ৫৭। মোহাঃ ইলিয়াস এ্যাণ্ড সন্স ২১৪নং বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ৫৮। আবদুস সালাম বেপারী ৬৬নং মাহিটোলা রোড যাকাত ১০৲ ৫৯। হাফিয মোহাঃ ইসমাঈল ৩৯নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ৬০। হাফিয মোহাঃ আলতাফ হোসেন ৪৮নং কায়েৎটুলী যাকাত ১০৲ ৬১। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ৪৬নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২০৲ ৬২। মোহাঃ ছোহরাব বেপারী ৪১নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ৬৩। মোহাঃ আবদুস সালাম ২৫০/১ বংশাল রোড যাকাত ৩০৲ ৬৪। মানিক চাঁদ উস্তাগার হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৫৲ ৬৫। মোহাঃ এনায়েত আলী ২২ নং নাজিরা বাজার যাকাত ১০৲ ৬৬। মোহাঃ আবদুস সালাম ২০৬ নং বংশাল রোড যাকাত ২০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

১। আলহাজ্জ কমরুদ্দিন মোল্লাহ সাং কুকুরিয়া আহলে হাদীস জামাত হইতে পোঃ খাসশাহজানী ফিৎরা ২০৲ ২। মৌঃ হাবীবুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৩। আলহাজ্জ মুছলিমউদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৪। মোহাঃ আবদুল করিম মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন ৩৲ ৫। মৌঃ আবদুল কুদ্দুস বড় বাগুলিয়া এককালীন ৪৲।

যিলা ফরিদপুর

১। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর ফিৎরা ২০'৫৬ দফে ফিৎরা ১০৲।

যিলা দিনাজপুর

১। আমির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাং ক্ষত্রিপাড়া যাকাত ২৫৲ ২। মোহাঃ মতিউর রহমান সাং পাটুয়াপাড়া যাকাত ১০৲ ৩। মোহাঃ খায়রুল আনাম ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪। মহিউদ্দিন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫। তমিজউদ্দিন আহমদ কন্ট্রাকটর সাং রামনগর যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ শামছুজ্জোহা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৭। মোহাঃ শামছুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮। মোহাঃ কফিলউদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৯। মোহাঃ ইউনুস ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১০। আমির উদ্দিন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১১। হাসিনউদ্দিন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১২। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন সাং গনেশতলা যাকাত ৫৲ ১৩ আলহাজ্জ মোহাঃ জমিরউদ্দিন লালবাগ ২য় মসজিদ যাকাত ২৫৲ ১৪। মজরি সাহেব লালবাগ ১ম মসজিদ যাকাত ২৫৲।

যিলা রাজশাহী

১। লাল মোহাম্মদ মণ্ডল সরদার হোগলা দোইতলা জামাত হইতে পোঃ গোমস্তাপুর এককালীন ১০৲।

যিলা বগুড়া

১। মোহাঃ কাসেম আলী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সাং বাথরা পোঃ মোলামগাড়ীহাট যাকাত ৫৲ ২। মৌঃ মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন বি, এ, সাং ও পোঃ ছয়াকুয়া এককালীন ১৲।

ফেব্রুয়ারী মাস

যিলা ঢাকা

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কুদরতুল্লাহ সরকার সাং ঝিঙ্গাহাটী পোঃ রঘুনাথপুর ফিৎরা ২০৲ ২। কারী আবদুল মতীন মুয়াজ্জিন নাজিরা বাজার জামে মসজিদ এককালীন ১৲ দফে ঐ ২৲ ৩। আবদুর রহমান মাতব্বর মারফত মোহাঃ ছিদ্দিক সাং গৌরনগর পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৪। মাষ্টার মোহাঃ চাঁদ মিঞা ও আঃ হাকীম মাতাব্বর সাং দাসেরকান্দি ফিৎরা ১০৲ ৫। হাজী মোহাঃ চাঁদ মিঞা ও মোহাঃ আকবর মাতব্বর মারফত মোহাঃ সিদ্দিক সাং বাবুরজাগা পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪৲ ৬। মোহা: রূপ মিঞা মাতব্বর সাং বালুরপাড় পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ১৲ ৭: মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন সাং নাছিরাবাদ আকীকা ২৲ ৮। মোহা: ইজ্জতুল্লাহ সরকার সাং জোলারপার পোঃ সালনা ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহা: রফিকউদ্দিন মোল্লা সাং শিমলিয়া পোঃ ডাঙ্গা বাজার ফিৎরা ৩'০৫।

যিলা ময়মনসিংহ

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ আহমাদ হোসেন সাং চিথলিয়া পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১২'৫০ ২। গোলড়া জামাত হইতে মারফত আবু তালেব সরকার পোঃ কালোহা ফিৎরা ৪৫৲।

যিলা প্যাবনা

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ অলিউল্লাহ আখন্দ সাং ধুকুরিয়া ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ আবদুল জব্বার সাং ঠেংগামারা পোঃ চালুহারা ফিৎরা ২০৲।

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ নঈমউদ্দিন সাহানা সাং ঝাড়গ্রাম ফিৎরা ১৮৲ ২। হাজী মোহাঃ হারুনর রশিদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ সরঞ্জাই ফিৎরা ১৫৲ ৩। আবদুর রউফ মিঞা সাং সরঞ্জাপুর পোঃ বুগুম্বি ফিৎরা ২০৲।

যিলা বগুড়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ ফহিমউদ্দিন আখুন্দী সাং ও পোঃ হুয়াকুয়া ইলাকা জমঈয়ত হইতে কেন্দ্রিয় জমঈয়তের অংশ ফিৎরা ২০০৲ ২। আবদুল লতিফ প্রধান সাং বোহাইল পোঃ মাদলা ফিৎরা ৫৲ ৩। মোহাঃ আফছার আলী ধর্মগাদা পূর্বপাড়া জামাত হইতে পোঃ মহিসাবান ফিৎরা ৫৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ আবুল হাসানাৎ কোমরগ্রাম পোঃ বানিয়াপাড়া বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১৫১'৫০।

— ক্রমশ:

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান: আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490
Regd. No. DA--130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org